Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

মহাপ্রলয়-দমনকারী মহানাম-মহাকীর্ত্তন

হরিপুরুষ জগদ্বন্ধু মহাউদ্ধারণ।
চারিহস্ত চন্দ্রপুত্র হা-কীটপতন ॥
(প্রভু প্রভু প্রভুহে) (অনন্তানন্তময়)

LIBRARY
Anandamayee Ashram
BANARAS

জগদ্বন্ধুবার্ত্তা

(জগ-জন-কল্যাণকারক সেবা-সংস্কৃতি-ধর্ম্ম-মূলক সচিত্র মাসিক পত্রিকা)

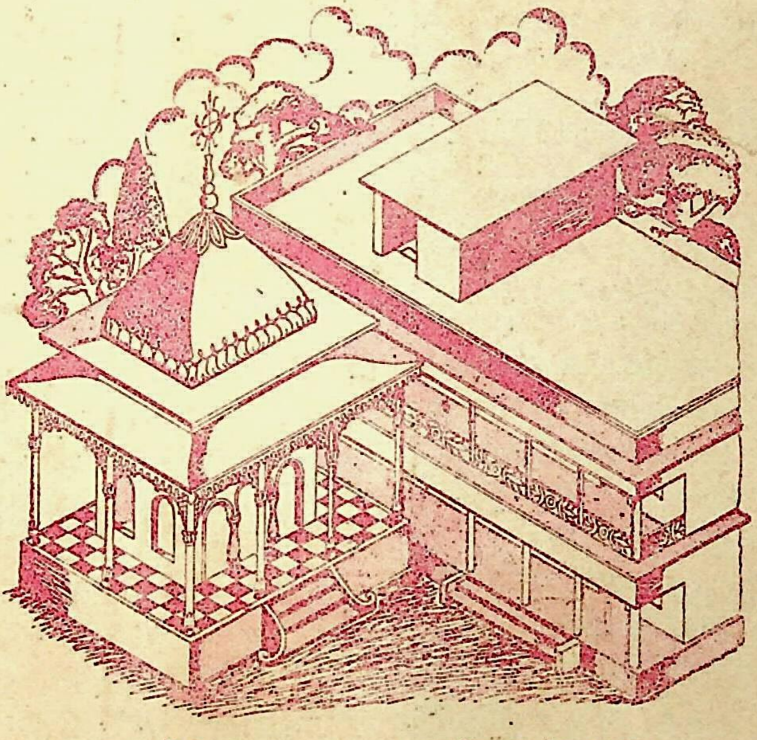

গ্রামের মাটী দত্তপুকুর (২৪ পরগণা) প্রস্তাবিত মহাউদ্ধারণ সদন ও
শ্রীবন্ধু মন্দির নির্ম্মাণের আলেখ্য

॥ জয় জগদ্বন্ধু আন্তর্জাতিক মিশন ॥

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

জগদ্বন্ধু-বার্ত্তা-সূচী

জগদ্বন্ধু-বার্ত্তা-নিয়মাবলী	১
মহেন্দ্র কাব্যতীর্থ—শ্রীশ্রীবন্ধুসুন্দর শরণাগতি পঞ্চকম্‌	২
সম্পাদকীয়	৩
প্রতিমা সেন—এসেছেন দয়া ক'রে বন্ধুরূপে দয়াধার	৫
কুমারী শঙ্করী ব্যানার্জী—মহাপ্রভু	৬
অজিত কুমার ঘোষ—সাধনা	৬
শ্রীশ্রীসীতারাম দাস ওঙ্কারনাথের বানী	৭
ব্রঃ গোপীবন্ধু দাস—সমর্পণ	৮
ব্রঃ প্রেমদাস—বন্ধু রূপানুরাগ"	৯
ব্রঃ ডঃ মহানামব্রত—মাঘোৎসব	১০
ডঃ প্রফুল্ল কুমার সরকার—ব্রহ্মচর্য্য তপোত্তমে	১২
প্রভুর করুণাবতরণ	১২
ব্রহ্মচর্য্য যজ্ঞাগ্নৌ জুহ্বতি জ্ঞানদীপিতে	১৩
প্রলয় ও সৃজনকীর্ত্তণ	১৪
উদ্ধারণ দা	১৫
নবদ্বীপ ঘোষ-নলিনী চক্রবর্ত্তী—শ্রীশ্রীবন্ধুলীলামৃত	১৬
ক্ষিতীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য—তর্পণ	১৯
ব্রঃ সত্যবন্ধু—জগৎ আজ কোন পথে ?	২১
দেব প্রসাদ সরকার—শিক্ষা সংস্কারে	২৫
বন্ধুসুন্দরানন্দ—জগদ্বন্ধু-'চারণ-প্রচারণ-প্রতিষ্ঠান-প্রসঙ্গ	২৫
ব্রঃ হরিবন্ধু দাস—চিঠি	২৭
মহেন্দ্রনাথ কাব্যতীর্থ—দুখানি চিঠি	২৮
নরেন্দ্রলাল বসু—চিঠি	৩০
ভগিনী শান্তি দেবী—সাধক কমলাকান্ত, মা-আনন্দময়ী ও জয়-জগদ্বন্ধু মিশন প্রসঙ্গ	৩১
মাখনলাল ধর—মহাউদ্ধারণ-মাঙ্গল্যের মহাদানের মূর্চ্ছনায়	৩৪
সমরকান্তি ধর—মহাদানের প্রাপ্তি স্বীকার	৩৬
মাখনলাল ধর—বার্ত্তা-ভাব-স্মৃতি	৩৮

———

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

জগদ্বন্ধু-বার্ত্তার নিয়মাবলী পাঠ করুন

জগদ্বন্ধু-বার্ত্তা প্রচারণ অগ্রগতির পথে। যে কোনও সূত্রে, পত্রিকা পাঠান হয়। চাঁদা পাঠিয়ে সহযোগীতার আকুতি জানাচ্ছি। নব নব আগ্রহী বান্ধবগণের চাহিদার জন্য মুদ্রণ সংখ্যা বাড়ান হইল।

লিখা পাঠাবেন বান্ধবগণ; এক পৃষ্ঠায়, পরিষ্কার অক্ষরে, কপি রেখে। অমনোনিত প্রবন্ধ, ফেরৎ পাঠান হয় না। প্রভু-বন্ধুর কথা, বন্ধু ভক্ত জীবনী ভক্তের অনুভূতিমূলক পত্র, প্রবন্ধ. শাস্ত্রপথ অনুযায়ী মহাপুরুষগণের বাণী প্রবন্ধ কবিতা প্রকাশের জন্য মনোনীত হইবে। পাঠাবেন—নাতিদীর্ঘ প্রবন্ধ। বড় হইলে, ক্রমশঃ ছাপার অনুকূলে, সাজিয়ে দিবেন।

প্রভু-বন্ধু-ভক্তগণের (অন্য নামে দীক্ষিত, অথচ প্রভু-বন্ধুকে ভজনা করেন, এমন ভাগ্যবান বান্ধবগণেরও) নাম ঠিকানা লিখে পাঠাবেন। যথাসময়ে, ক্রমে জগদ্বন্ধু-বার্ত্তায় মুদ্রিত হইবে, চিরস্মৃতিতে রক্ষিত হইবে।

ভক্তগণের ফটো পাঠাবেন। মুদ্রিত হইবে। [ব্লক করাতে খরচ বহন করিবেন।]

বার্ত্তা পাঠাবার অনুকুলে সাড়া না পেলে বা চাঁদা না পেলে, বার্ত্তা পাঠান বন্ধ হ'তে পারে। আবার সাড়া পেলেই পাঠান হইবে। প্রতি মানুষের হৃদয়ের দুয়ারে, সত্য ধর্ম্মের কথা, প্রভুর কথা পৌঁছে দেওয়ার ভাগ্য আমাদের হোক্।

নিয়মিত পত্রিকা না পেলে, ঠিকানা পরিবর্ত্তন করিলে, লিখে জানাবেন।

বিজ্ঞাপন নেওয়া হয় না, জগদ্বন্ধু-বার্ত্তায়।

জগদ্বন্ধু-বার্ত্তার গ্রাহক-পাঠক-বন্ধুগণ নব নব গ্রাহকের নাম লিখে পাঠায়ে মহাদানের ভাগ্য অর্জ্জন করুন।

মহানুভব বিত্তবানের মুক্তহস্তে মহাদানের ভাগ্য হোক। সেই বিত্তের সমবায়ে জগদ্বন্ধু-সেবা-সংহতি গ'ড়ে উঠুক। এহেন মানুষগড়া কাজের সহায়তায় মহানদাতা পুণ্য অর্জন করুন। পিতা মাতা ও প্রিয়জনের স্মৃতিতে দান ক'রে দাতা জগদ্বন্ধু-কৃপাধনে ধন্য হউন। "বিত্ত হতে চিত্ত বড়"—বিত্তবান মহাজনগণের শতে সহস্রে মহাদানে গড়া শিক্ষা-সংস্কৃতি-সেবা-সদনের আশু শুভ-উদ্বোধন-বার্ত্তা প্রচারণের ভাগ্য হউক মিশনের দীন সেবকবৃন্দের। একান্ত আগ্রহী বন্ধুগণ দান সংগ্রহ অভিযানে সানন্দে যোগদান করুন।

[রিপ্লাই কার্ড বা ষ্টাম্পসহ চিঠিতে যোগাযোগ করতে অনুরোধ জানাচ্ছি, সকল বান্ধবগণকে]

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শ্রীমহেন্দ্রনাথ কাব্যতীর্থ

শ্রীশ্রীবন্ধুসুন্দর-শরণাগতিপঞ্চকম্

আর্ত্তবন্ধু-দীনবন্ধু-বিশ্ববন্ধু রূপিণং
ক্রোধ কাম লোভ মোহ-দম্ভবৃত্তিহারিণম্ ।
কিঙ্করেষু সেবকেষু নামবারিবর্ষিণং
বন্ধুচন্দ্রমাশ্রয়ামি চন্দ্রভাল ধারিণম্ ॥ ১ *
ক্ষোভ-তাপপাপহারি-চিত্তরোগ নাশিনং
ভাব-রাগ-নামশক্তি-শুদ্ধভক্তি দায়িনম্ ।
কৃষ্ণ কৃষ্ণ-রাম রাম-গৌর নাম বাদিনং
বন্ধুচন্দ্রমাশ্রয়ামি হেম কায় ধারিণম্ ॥ ২
চিত্তধাম-দীপ্তকারি-সত্যপূত ভাস্করং
শ্যাম-গৌর-তত্ত্বমূর্ত্তি-বিশ্ববন্ধুসুন্দরম্ ।
দিব্য বিষ্ণু চিহ্নধারি-দেবলোক দুর্লভং
বন্ধুচন্দ্রমাশ্রয়ামি সর্বজীব বল্লভম্ ॥ ৩
পাদধৌত বারিতস্য সর্বলোকপাবনং
বিশ্বভূত-ভক্তি লব্ধ-পূজনাভিবন্দনম্ ।
নন্দসূনু-মিশ্রপুত্র-দীননাথ নন্দনং
বন্ধুচন্দ্রমাশ্রয়ামি চন্দ্রপুত্র শোভনম্ ॥ ৪
অষ্টপাশ-বন্ধনাশি-জীবকীট তারণং
কর্মভূত ভোগবারি-কালভীতিভঞ্জনম্ ।
মার-গর্ব-খর্বকারি-পঞ্চবান গঞ্জনং
বন্ধুচন্দ্রমাশ্রয়ামি নিত্যচিত্তরঞ্জনম্ ॥ ৫
মহেন্দ্র গদিতং বন্ধোঃ শরণাগতি পঞ্চকম্ ।
পাঠকায় হরিং দত্তে নিত্য সেবক পালকম্ ॥

---

১ * 'তূণ কং' (১৫), সমানিকা পদদ্বয়ং বিনাস্তিমম্ (রজৌরজৌর্)

———

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

LIBRARY
No. ....
...rmayee Ashram
BANARAS.

জগদ্বন্ধু-বার্ত্তা

মহাপ্রচারণে—১০ম বর্ষ
অক্টোবর-ডিসেম্বর, ১৯৭৬
কার্ত্তিক-অগ্রহায়ণ-পৌষ, ১৩৮৩

॥ সম্পাদকীয় ॥

রাতের অন্তে জেগে ওঠে দিনমনি। ক্ষণের সন্ধিতে সুর মিলায় আলো আর আঁধিয়ার। কোন এক মরমিয়া শিল্পি আলিম্পন এঁকে যায় তাঁর মনের আল্পনায়। রাত হারায় দিনের মাঝে দিন হয় মুখর। সাড়া দেয় চেতন সত্বা। কর্ম্মব্যস্ত হয় চঞ্চলা প্রকৃতি। রাতের নিশাচর মুখ ঢাকে ছোপের আড়ালে। অপেক্ষায় থাকে নতুন রাতের।

এমনি করে প্রহরের পরিসীমা অতিক্রম করে এসে যায় রাতের কোটা। তারপর দিন। পেরিয়ে আসে মাস। ঘুরে যায় বছর চক্রধরের অনন্তকালের চক্রের অনবর্ত্তনীয় বর্তন এ এক নতুন খেলা। স্রোতের মুখে চলে জীব জগৎ তথা চতুর্বিধ প্রজা। ভুলে যায় অনন্ত সমারোহের মাঝে সব কক্ষে সবাই যে পৃথক—গতিও আলাদা। প্রারব্ধের সুতীক্ষ্ণ সুতালীর উপর দিয়ে পই পই করে চলে জন্ম ও মৃত্যুর টানাপড়েন। দুর্ব্বিসহ বোধ হয় জীবনের। হাহাকার ওঠে চতুর্দিকে। সবকিছু থাকতেও কি যেন এক অশান্তি অবিরত খুঁটিয়ে তোলে ভিতর থেকে।

প্রতি যুগের অন্তে নতুন যুগের সূচনায় এমনি অবস্থার সৃষ্টি হয়। দ্বাপরের অন্তপ্রায় শ্রীভগবান শ্রীকৃষ্ণ স্বধামগত। বীর পুঙ্গব অর্জ্জুন হীন বীর্য্য। ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির কলি আক্রান্ত। ঋষিকুল হতচিত প্রায়। কৃষ্ণ দ্বৈপায়ন বেদব্যাস যুগের কালিমা অপনোদনের জন্য দুঃখপীড়িত জীবকে অন্ধকার থেকে আলোর

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পথে নেওয়ার জন্য কতিপয় পুরাণ করলেন, মহাভারত করলেন। বেদের বিভাগ করলেন। কাণ্ড করলেন শাখা করলেন। অধ্বর্য্য করলেন হোতা করলেন। জন সেবায় প্রয়োগও করলেন। ফল হলো বিপরীত।

চিন্তান্বিত হলেন কৃষ্ণ দ্বৈপায়ন। বিমর্ষ বদনে সরস্বতীর তীরে গভীর চিন্তায় ব্যাকুল হৃদয় সময় অতিবাহিত করতে লাগলেন। এমতাবস্থায় এলেন দেবর্ষি নারদ। আনুপূর্ব্বিক শ্রবণপর জানালেন অতি গুহ্যতম সংবাদ। যা শ্রীনারায়ণ দিয়েছিলেন ব্রহ্মাকে, ব্রহ্মা দেবর্ষিকে। আজ দেবর্ষি জগ-জন কল্যাণে সেই বীজ আধান করলেন কৃষ্ণ দ্বৈপায়ণের শ্রবণ কুহরে। গুহ্যতম বার্ত্তা পেয়ে ধ্যানে নিমগ্ন হলেন কৃষ্ণ দ্বৈপায়ণ। এই গুহ্যবার্ত্তা অষ্টাদশ সহস্র প্রস্ফুটিত পরিপক্ক ফুলে ফলে সুসম্ভারিত হয়ে শ্রীমদ্ভাগবদাকারে প্রকাশিত হলেন তাঁর কাছে। গভীর আগ্রহে খুঁজতে লাগলেন কৃষ্ণ দ্বৈপায়ণ কোথায় রাখা যায় এই "নিগম কল্পতরোর্গলিতংফলম্।" শেষ পর্য্যন্ত স্বীয় সাধনার ধন অরূপরতন পুত্র শ্রীশুকদেবকে দান করলেন কলি জীবের একমাত্র সম্বল এই মহাগ্রন্থ। শ্রীশুকদেব আনলেন জগতে। তারপর থেকে যথারীতি চলে আসছে শ্রীমদ্ভাগবদ্ধর্মের আচরণ প্রচারণ।

অদ্য হতে প্রায় পঞ্চসহস্র বর্ষ পূর্বেকার প্রবর্ত্তিত ভাগবদ্ধর্ম্ম প্রায় পাঁচশত বছর পূর্বে একবার স্তিমিত হ'তে চলেছিল কলির তাণ্ডব কুহকে। জেগে উঠেছিলেন পুণঃ গোলকবিহারী গৌরহরি নামে নবদ্বীপ ধামে। প্রবর্ত্তণ করেছিলেন আবার তাঁর নামের মহিমা ও ভাগবদ্ধর্ম্মের। উনবিংশ শতকের প্রাঙ্‌মুহূর্তে আবার এলেন তিনি জগদ্বন্ধু নাম ধরি—প্রচারিতে স্বনাম মাধুরী। উচ্চকণ্ঠে ঘোষণা করলেন, "ভক্তি ধর্ম ভাগবত সারকর অবিরত।।" আরও বললেন :—

"কলুষ নয়ন কর উন্মিলন সম্মুখে প্রলয় এলো।
উর্দ্ধবাহু করি শ্রীগৌরাঙ্গ স্মরি জয় জয় রাধে বল।।"

কৃষ্ণ গৌর ও বন্ধুলীলার সুরবিতানে মুখর হয়ে মহামিলনের জয়গানে "জয় জগদ্বন্ধু আন্তর্জ্যাতিক মিশন ও জগদ্বন্ধু বার্ত্তা" আপনাদের সাদর আহ্বান জানাচ্ছে। এই বন্ধুর পথে বন্ধুর পতাকা নিয়ে জীবন সাফল্যে জয়যুক্ত হোন।

———

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ভক্তি-মন্দাকিনী প্রতিমা সেন (রাঁচি)

এসেছেন দয়া ক'রে বন্ধু-রূপে দয়াধার

এসেছেন দয়া করে পতিত-পাবন প্রভু আমার
গোলক ছেড়ে ভুলোক মাঝে বন্ধুরূপে দয়াধার ॥
জীব দুঃখে সদা দুঃখী, অরুণ কমল আঁখি,
কাতরে বলেন ডাকি প্রলয় গর্জন—
ঐ যে প্রলয় হেরি, ভ'য়ে কাঁপে সর্ব্বজন ॥
আর রক্ষা নাই ভাই, প্রলয় আগত প্রায়,
রক্ষৌষধি পরমোপায় নাম উচ্চারণ—
সবে হরি হরি বল, যায় সৃষ্টি রসাতল,
'মহানাম বিনে' এ সংসার রক্ষিবারে নাহি আর ॥
এই যে হরিনাম মাঝে কত সুধা বিরাজে,
লীলাতে নরের সাজে, এসেছেন উদ্ধারণ রাজে,
কলি কবলিত মাঝে করিতে উদ্ধার ॥
এহেন দরদিয়া প্রভু, নাহিক উদিল কভু।
পতিতের দুঃখে সদা বহে অশ্রুধার ॥
বন্ধু বলিছে সবায় আর কোন ভয় নাই।
এ পথ বোঝে যেই, ভাগ্য গুণে পায় সেই—
বন্ধু গৌর রাধাশ্যাম, তিন লীলা অনুপম।
কর এই লীলাধাম অভিনব সম্মিলন—
হবে অনর্থ নিবৃত্তি, সাধু সঙ্গ প্রবৃত্তি,
দাও শ্রদ্ধা ভক্তি করিয়া উজার ॥
এবে বন্ধুরূপে অবতার, নামে সমান অধিকার।
ডাক সবে কাতরে বন্ধু বন্ধু অবিরাম—
হরিনাম কর সবে চল বন্ধু ধাম—
মিলি খোল করতালে, মাত বন্ধু হরি ব'লে,
ব্রহ্মচর্য্য ব্রতচারী, নাম নিষ্ঠা হৃদে ধরি,
জুড়াও তাপিত পরাণ অভয় পদ স্মরি ॥

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

গোপীবন্ধু দাস

সমর্পণ

এ বিশ্ব সংসার, রঙ্গমঞ্চ যাঁর,
সেই রঙ্গ নটবর।
তাঁহারি "আঙ্গিনা" পদাঙ্কে রঙ্গিনা,
লীলারস সরোবর॥
শ্রীশ্রীবৃন্দাবন, নন্দের অঙ্গন,
পুণ্যতীর্থ কৈলা যেই।
নদীয়া গগনে, শ্রীবাস অঙ্গনে,
নৃত্য-লীলা কৈলা সেই॥
সেই পহু পুনঃ, হ'য়ে অবতীর্ণ
জগদ্বন্ধু নাম ধ'রে।
গোয়ালচামট, লীলায় প্রকট,
মহাউদ্ধারণ তরে॥
নিজে সাধ ক'রে শ্রীঅঙ্গন গ'ড়ে,
বিরাজিছে নিজে তায়।
সর্ব্ব লীলাময়, সর্ব্ব তীর্থোদয়,
করিলা শ্রীআঙ্গিনায়॥
সে অমৃত খনি, শ্রীঅঙ্গনরাণী,
বক্ষে ধারণ করিলা।
তাহারি সন্ধান, জীবে দিতে দান,
পত্রিকা রূপ ধরিলা॥
বন্ধুর করুণা, আঙ্গিনা বরুণা,
বহি তব দ্বারে এল।
তুমি সমাদরে, লহ তাঁরে ব'রে,
দেখিবে নয়ন মেল।

১৩৭৭ সনে শ্রীশ্রীমহানামব্রতের সম্পাদনায় শ্রীঅঙ্গন হ'তে "আঙ্গিনা" নামে ১ম বর্ষ ১ম সংখ্যায় প্রকাশিত "সমর্পণ" প্রকাশনের ভাগ্য হইল—

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বান্ধবগণের প্রীত্যার্থে। গোপীদার মরদেহ শ্রীশ্রীডাহাপাড়া ধামের পবিত্ররজে সমাহিত। কীটাধমের বহুবার গোপীদার প্রাণশীতল করা কীর্ত্তন শুনিবার ভাগ্য হয়েছিল। বিনীত—সম্পাদক।

———

শ্রীমৎ প্রেমদাস ব্রহ্মচারী

"বন্ধু রূপানুরাগ"

ঐ ছল ছল
কিবা সোনার বরণ অঙ্গ করে টলমল মা।
মহাভাব গম্ভীর ধীর প্রেম প্রবল মা॥
চরণ যুগল বাল সূর্য্য সম সমুজ্জল মা,
কৃষ্ণ পাতুকা রাহু তাহে গরাসিল মা॥
রাম রম্ভা তরু উরু কটি দেশ কত সরু মা,
হরি কটি বিনিন্দিত নিতম্ব সুগোল মা!
উদর প্রশান্ত সাগর, নাভী তাহে সুগভীর মা,
কক্ষ বক্ষ সুবিশাল অতি সুশীতল মা॥
আজানু লম্বিত ভুজ হেমদণ্ড সমসাজ মা,
অর্দ্ধ উর্দ্ধ শ্রেণী বদ্ধ কোকনদ ফুটল মা॥
আরক্তিম করতল, ঝরে প্রেম অবিরল মা,
তাপ দগ্ধ হ'ল স্নিগ্ধ ত্রিলোক সকল মা
শ্রী গ্রীবা কম্বুদবন্ত, কণ্ঠ সুলক্ষনাক্রান্ত মা॥
আরক্তিম গণ্ডদ্বয় ললাট উজ্জল মা॥
মনোহর বিম্বাধরে, দন্ত মুকুতা সুন্দর মা,
বাঁকান অমিয় হাসি দর্শন বিরল মা॥
নাশা তিলফুল জিনি' ভুরু মার ধনু খানি মা,
সুচিক্কন কেশদাম কর্ণ আবরিল মা,
আকর্ণ আঁখি সজল, বারি ধারা অবিরল মা,
ধরা মাঝে প্রেম সিন্ধু গড়িয়ে উঠল মা॥
কিবা অঙ্গের লাবনী, হেরে মূর্চ্ছিত অবনী মা,

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

'চারি হস্ত চন্দ্র পুত্র' কোন বিধি গড়ল মা,
প্রেমদাস অবিশ্বাস, অই জীবের সর্ব্বস্ব মা,
বন্ধু পদ না ভজিয়ে নিলয়ে ডুবল মা ॥ *

---

* শ্রীশ্রীমহানামব্রত সম্পাদিত শ্রীঅঙ্গন হ'তে প্রকাশিত "আঙ্গিনা" পত্রিকার ৩য় বর্ষ (১৩৩৯ সন) ১ম সংখ্যার ৩য় কভারে প্রকাশিত। এই প্রকাশন ৫ম বর্ষ বাৎসরিক সংখ্যা পর্য্যন্ত প্রকাশিত হয়ে (হয়ত) মহানামব্রতের আমেরিকা-চিকাগো ধর্ম মহাসম্মেলনে যোগদানের পরে বন্ধ হ'য়ে যায়। বন্ধুবিরহী এই একনিষ্ঠ সাধক ভাই প্রেমদাস বর্তমানে কলিকাতা মহাউদ্ধারণ মঠে পঙ্গু দেহ নিয়ে মুমূর্ষু অবস্থায়, কৃষ্ণকুমারাদি ভক্তগণের যত্নাধীনে দিন কাটাইতেছেন। এই শেষের দিনগুলিতে অযাচিত অর্থ পাঠায়ে প্রেম ভাইএর ও বন্ধুহরির আশীষ গ্রহণ করিতে বান্ধবগণকে আকুতি জানাই। অর্থ ব্রহ্মচারী কৃষ্ণকুমারের নামে পাঠাবেন।

বিনীত—সম্পাদক।

———

ভাগবত-গঙ্গোত্রী ডঃ মহানামব্রত ব্রহ্মচারী

মাঘোৎসব

মাঘী ত্রয়োদশী হাসে দশদিশি
বার বরষ বিরসে কাটাইয়া।
যত ভক্তগণ সবে হৃষ্টমন,
আজি বাহিরে আসিবে বিনোদিয়া।
ছুটে মহীন্দির, চোখে বহে নীর,
ধীরে মন্দিরে সাদরে প্রবেশিয়া।
কহে বন্ধুধনে, ধীরে সঙ্গোপণে,
বড় আদরে দু' করে কর দিয়া।
কত কাল ধরি, দৃঢ় ব্রত ধরি,
র'লে সোনার বরণ আবরিয়া।
ওহে গুণধর, আজি দয়া কর,
বহিরঙ্গণে আপনা প্রকাশিয়া।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শুনি বন্ধুহরি, মৃদু হাস্য করি,
উঠে মহীন অঙ্গেতে অঙ্গ দিয়া।
আসি বাহিরেতে, চাহে চারিভিতে,
প্রেম আঁখিতে অমিয়া বরষিয়া।
যত নরনারী, ছুটে তাড়াতাড়ি,
সবে নাচিল ভাসিল দরশিয়া,
গৃহ কাজ ছাড়ি, ছুটে কুলনারী,
কুল ভরম শরম পাশরিয়া,
প্রেম ফুলমালা, ভরি হৃদি ডালা,
প্রাণ বঁধুরে বরিল সমর্পিয়া।
যত ভক্তগণ, করে উচ্চারণ,
হরিপুরুষ সুন্দর মোহনিয়া।
মহানাম ব্রত, মোহ ঘুমে রত,
হেন বঁধুরে রহল পাশরিয়া॥

এই অমূল্য কবিতা শ্রীঅঙ্গন হ'তে "আঙ্গিনা" পত্রিকার ১ম বর্ষ ৪র্থ সংখ্যায় প্রকাশিত হয়েছিল ১৩৩৭ সালে শ্রীমন্ মহানামব্রতজীর সম্পাদনায়। এই অতি দুষ্প্রাপ্য 'রত্নস্বরূপ' পাঁচ বছরের সংখ্যাগুলির এক এক কপি, 'প্রভুর কৃপায়' প্রাপ্ত ও জয়-জগদ্বন্ধু-মিশন-সংরক্ষণ-বিভাগে সু-সংরক্ষিত। জগদ্বন্ধু-বার্ত্তার পাঠক-বন্ধুগণের সেবায়, প্রাণমাতান তথ্য ক্রমে ক্রমে প্রচারণের ভাগ্য আমাদের হউক।

বিনীত—সম্পাদক।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ডঃ প্রফুল্ল কুমার সরকার, এম্ এ, পি, এইচ, ডি (এডিনবরা ও ডাবলিন)
ভূতপূর্ব অধ্যক্ষ, শান্তিনিকেতন

ব্রহ্মচর্য্য তপোত্তমে

ধীর স্থির শান্ত পুণ্য দর্শন
সকল অবস্থায়
আপনার হতে আপন জন
অন্তরে রয়েছেন তিনি 'ব্রহ্মচর্য্য তপোত্তমে'
স্থির বিশ্বাসে রয়ে তাতে
চলতে হবে সবারে
আগড়ম বাগড়ম আত্ম প্রবঞ্চনা ফেলে
রইতে হবে—আবার বলি—
ব্রহ্মচর্য্য পথে নিজেরে
শক্ত হয়ে জীবন্ময় মন্ত্র
উদ্‌যাপনে !
অগ্রসর হব মোরা পরাশান্তি
লাভের তরে
দিয়ে মতি প্রভু পদে-ব্রহ্মযজ্ঞ দেবে
নিরখি অন্তরে।

———

মহাকাল নৃত্যের পর—পাপতাপ নাশন
ডঃ পি, কে, সরকার

প্রভুর করুণাবতরণ

ঝণাৎ ঝণাৎ বাজে চিমটা
ঝপাৎ ঝপাৎ উড়ে জটাজাল
তাথৈঃ তাথৈঃ নাচে মহাকাল
সংহৃত প্রলয় রঙ্গে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ধ্বংস হল পাপজঞ্জাল
শান্ত দান্ত প্রকৃতিতে
সুমধুর হাসি ফুটে—
গাহে বিহঙ্গম—ধীর সমীরণ
নবজীবন রস ঢালে !
করুণাবতার কহে ত্রিসংসার
এলেন জগদ্বন্ধু-সবার বন্ধু হয়ে।
শান্ত শুদ্ধ পুণ্য দর্শন
সকল অবস্থার—আপন হতে আপন জন—
অন্তরে রয়েছেন তিনি—ব্রহ্মচর্য্য তপোত্তমে,
স্থির বিশ্বাসে রয়ে—চলতে হবে সবারে ;
অলক্ষ্যে তিনি সাহায্য করবেন—
সদাস্মরণে রইলে—মোদের ভাল কাজে।
জয় জগদ্বন্ধু করুণার সিন্ধু
নাম সংকর্ষণে রক্ষিবেন প্রলয়ে।

———

ডঃ পি, কে, সরকার

ব্রহ্মচর্য্য যজ্ঞাগ্নৌ জুহ্বতি জ্ঞানদীপিতে

ঝুম ঝুম স্বজন নৃত্য নব সৃষ্টির তরঙ্গ তুলে
উঠল বেজে মধুর স্বরে প্রাণ মাতিয়ে দিকে দিকে
উচ্চ আকাশে চলেছে ভেসে বিশ্বমঙ্গল গান
ধর্মামৃত মহারস ফুটিয়ে তুলতে সৃষ্টির মাঝে
এসেছে তাঁর ডাক, নবভাবে গড়ে তুলতে সবারে
ছেলে বুড়ো আজ সকলকেই আগিয়ে আসতে হবে
কঠোর সাধনে থেকে কাজে পরিণত করতে মন্ত্র
ব্রহ্মচর্য্য শিক্ষা আদর্শে হও বলীয়ান্
আত্মসংযম যজ্ঞাগ্নিতে দিয়ে কামাহুতি

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

এগিয়ে এসে জীবন পথে অতুলবীর্য্য বিক্রমে !
হও বিজয়ী বিশ্বপথিক প্রভুর মানসপুত্র !
ব্রহ্মচর্য্যদেবে নিরখি অন্তরে
পথকরে নাও সকলবাধা ঠেলে !
লোভ প্রলোভন যা কিছু সব সামনে থেকে সরিয়ে
শাশ্বত ধর্মের কর অনুবর্ত্তন স্থির নিবিষ্ট হয়ে।

———

ডঃ পি, কে, সরকার

প্রলয় ও সৃজনকীর্ত্তণ

কল্লোলীলা লোল বিমলাম্ভ হরিরিতি—
জগদ্বন্ধুঃসোহয়ং ত্রিভুবনসখা চেতিহবিতথম্ !

সেদিন চীনে প্রলয় একটা ধাক্কা মেরে গেল ! এবার তার গতি কোন দিকে, তাই ভাববার বিষয়। কিন্তু তার চেয়ে বড় জিনিস প্রভুর স্মরণ ! কীর্ত্তণই রক্ষা ; কিন্তু শুদ্ধ নির্মল চিত্তে তাঁকে ডাকবে কে ? আছেন বৈকী ভক্ত, এখানে সেখানে—যাঁদের প্রাণের ডাক তাঁর কাছে পৌছিবে ! কীর্ত্তণই সৃজনময়ী শক্তি ! কর জীব-না জান যদি-বিশ্বাস !

এদিকে প্রলয়ের মুখব্যাদন—আর দিকে প্রভুর চিরপ্রসন্ন বদন। আমার ন্যায় অভাগা তাঁর মুখের কাছে গিয়ে "বাবা"—বলে পড়লাম ! কথাটা হয়তো নতুন শুনাচ্ছে ; কিন্তু ঠিক। বুড়ো ছেলে মায়ের হলে তার পায়ে গিয়ে পড়তাম। মায়ের পায়েতো আছিই পড়ে !

তরঙ্গ উত্তাল তিমির বিশাল দিনকর অস্তে যায়,
তমস্বিনী ঘোরা সন্ধ্যাসনে ভোরা হের সমাগতা প্রায়।
কলুষনয়ন কর উন্মীলন সম্মুখে প্রলয় হল—
উর্দ্ধবাহু করি শ্রীগৌরাঙ্গ স্মরি জয় জয় রাধে বল।

———

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ডঃ পি, কে, সরকার

উদ্ধারণদা

মহানাম কীর্ত্তন চলছে প্রায় দশ দিন ধরে গোস্বামী কৃষ্ণনগরের হালদার বাড়ীতে। একটি ক্ষীণকায় গৌরবর্ণ কিশোর—পরণে বহির্বাস—দাঁড়িয়ে আছেন ধ্যানমগ্ন মহাশান্ত মৌনভাবে! আমি যাই কি না যাই—ভাবতে ভাবতে ভাবতে এগিয়ে চললাম তাঁর দিকে। কাছে যাওয়া মাত্র তিনি খপ করে আমার হাত চেপে ধরলেন। আমার মধ্যে কি যেন একটা নব এসে ভরে গেল—পূর্ব জন্মের কোন কিছুর আভাস এসে পড়ল—আমরা পরস্পরকে চিনলাম, তবে ব্যক্ত নাইবা করলাম। কারণ এখন আমি অনেক দূরে পড়ে গিয়েছি। উদ্ধারণদার সম্বন্ধে আমার অনুভব ছিল খুব উঁচু সুরের। এখন বললে কেউ তা বিশ্বাস করবেন না। কারণ সে জীবন তেমনটা বিকশিত হল না—হয়তো তা লীলারই প্রয়োজনে! অত বড় রহস্য চাপা থেকেই গেল। পূর্ব জন্মে যা ভাবের দিকে টলেছিল—এ জন্মে তা সেবার দিকে টলে পড়ে হয়তো বিশ্রাম ও শান্তি, কোনও একটা ভাবে কতকটা লাভ করেছিল! প্রভুর মতে পূর্বলীলার সবাই এসেছিলেন। এবারে সবাইকে যে একাই পার্ট প্লে করতে হয়েছে বা হচ্ছে তা নয়। লীলার প্রয়োজন অনুরোধে-দেশ কালের আহ্বানে কিছুটা এদিক ওদিক হবেই বা হয়ে থাকবেই। সামান্য সেবার মধ্যে দিয়ে হয়তো উদ্ধারণদার সুউচ্চ মহান্ জীবনের নাগাল পেলাম না আমরা—হয়তো আত্মগোপনপণেই চলে গেলেন তিনি যেটুকু করবার ছিল করে। চৈতন্যসমুজ্জ্বল সে আত্মকেন্দ্রিক শান্ত সুশীতল মূর্ত্তি আর দেখতে পাব না—তিনি ছাড়া আমরা রইলাম পড়ে সংসারে বাকী কাজ সারতে। ত্যাগপ্রাণ কুঞ্জদাসদাও তাঁর প্রতি বেশী স্নেহশীল ছিলেন। আজ তাঁর পূর্ব জন্ম সংস্কার সিক্ত মনেও উদ্ধারণদার প্রেমমূর্ত্তি নিশ্চয়ই ভাসছে তা যেমন ভাসছে আমার ন্যায় অভাজনের মনে।

বন্ধুলীলা চমৎকার—একাধারে পূর্ণলীলা, সর্বলীলা সারাৎসার
এ লীলার মধ্যে দেখি মোরা পরস্পরকে নয়ন ভরে—কেউ তো চলে যাননি।

———

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

এডভোকেট নবদ্বীপ ঘোষ (পাটনা) ও
এডভোকেট নলিনী চক্রবর্ত্তী (কলিকাতা),
যুগ্ম সম্পাদক—"মহাউদ্ধারণ" (আদি মহাপ্রচারণ পত্র)
ভক্ত-শ্রীযুক্ত দুঃখীরাম ঘোষ বর্ণিত—

শ্রীশ্রীবন্ধুলীলামৃত

শ্রীশ্রীপ্রভু জগদ্বন্ধু সুন্দর কৈশোরে প্রকট ও স্থুলভাবে যে সকল লীলা করিয়াছেন, প্রবীন ভক্ত শ্রীযুক্ত দুঃখীরাম ঘোষ মহোদয় তাঁহার এক প্রাচীন সাক্ষী। দুঃখীরামের বর্ত্তমান বয়স প্রায় ৬৫ বৎসর। পাবনা জিলায় অন্তঃপাতী বাকৃসোয়া গ্রামে এক দরিদ্র গোপপরিবারে দুঃখীরামের জন্ম হয়। দুঃখীরাম শৈশবে পিতৃমাতৃহীন হইয়া দারিদ্র্য যন্ত্রণায় কাতর হইয়া অর্থোপার্জ্জন-এর আশায় ফরিদপুরে আসিয়া ফরিদপুর বাজারে ক্ষুদ্র একখানা ঘর ভাড়া লইয়া দধিদুগ্ধের ব্যবসায় আরম্ভ করেন; তখন দুঃখীরামের বয়স ১৯/২০ বৎসর হইবে। কাঙ্গালের ঠাকুর জগদ্বন্ধু, কাঙ্গাল দুঃখীরামকে প্রথম যেভাবে দর্শন দান করেন ও তৎপর হইতে দুঃখীরামের জীবনে যে যে অবস্থা সংঘটিত হয়, এবং কিভাবে দুঃখীরাম প্রায় ১১ বৎসর কাল প্রভুর সঙ্গে সঙ্গে নানাস্থানে ঘুরিয়া, তাঁহার সেবা করিয়া তাঁহার পুণ্য জীবন ধন্য করিয়াছেন, এবং তৎকালে প্রভুর কি কি লীলা দর্শন করিয়া কৃতার্থ হইয়াছেন, আমরা তাঁহার স্বমুখে সেই ইতিহাস শ্রবণ করিয়া তাঁহার সাক্ষাতে উহা লিপিবদ্ধ করিয়া আনিয়াছি এবং তাঁহার আদেশ লইয়া জগৎ কল্যাণের জন্য সেই সকল অমৃতময়ী কাহিনী ধারাবাহিকরূপে লিখিতে প্রবৃত্ত হইলাম। বলা বাহুল্য বক্ষ্যমান বৃত্তান্তের মধ্যে আমরা কোনও কারিগরী করি নাই এবং তাহাতে কোথাও কোনও যোগ বিয়োগ করি নাই, কিন্তু ভাষাটী আমরা আমাদের ইচ্ছামত সাজাইতে চেষ্টা করিয়াছি। সুতরাং ভাষা সম্বন্ধে আমরা কৈফিয়তের জন্য দায়ী বটে, কিন্তু বর্ণিত বৃত্তান্তের প্রামাণিকতা সম্বন্ধে কোন সন্দেহ উপস্থিত হইলে পাঠকগণ উক্ত ভক্ত প্রবরকে জিজ্ঞাসা করিয়া নিঃসংশয় হইতে পারেন। তিনি বর্ত্তমানে ফরিদপুর গোয়ালচামট শ্রীশ্রীধাম শ্রীঅঙ্গনে বাস করিতেছেন।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বিংশ বর্ষীয় যুবক দুঃখীরাম দারিদ্র্য পীড়নে নিপীড়িত হইয়া অর্থোপার্জ্জন-এ ব্রতী হইয়া ফরিদপুর বাজারে ক্ষুদ্র একখানা দোকান ঘর ভাড়া লইয়া তাহাতে অতি সামান্য মূলধনে দধি দুগ্ধ বিক্রয়ের ব্যবসার আরম্ভ করিয়াছেন।, কখনও দুগ্ধাদি দোকানে বসিয়া বিক্রয় করেন, আবার কখনও গ্রামে গ্রামে দধিভাণ্ড লইয়া ফিরি করিয়া বা অর্ডার অনুযায়ী মাল সরবরাহ করিয়া থাকেন। শরীরে বিপুল শক্তি, হৃদয়ে অতুল উৎসাহ। লেখাপড়া ভাল করিয়া শিখিবার সুযোগ কোনও দিন পান নাই। সরলপ্রাণে দুঃখদৈন্যহারিনী সর্ব্বমঙ্গলা মাতা দশভুজার শরণ গ্রহণ করিয়া নির্জ্জন কুটীরে বসিয়া মা মা বলিয়া কাঁদিতেন ও দারিদ্র্যহরণের জন্য প্রার্থনা করিতেন। তদবস্থায় দুঃখীরাম দশভূজার সাধনপদ্ধতি শিক্ষালাভ করিয়া তান্ত্রিক মন্ত্রে মায়ের উপাসনা আরম্ভ করেন। দুঃখীরামের আধার অতিশয় পবিত্র ছিল তিনি অল্প দিনেই সাধনার কৃতকার্য্য হইয়া মাতা দশভুজার দর্শনলাভ করিলেন। মাতা আর্ত্ত পুত্রকে আশ্বস্ত করিয়া পরমার্থ বর প্রদান করিলেন এবং বলিলেন, "আকুল প্রাণে আমাকে ডাকিলে ও নিয়ম নিষ্ঠার সহিত থাকিলে আবশ্যক মত আমার দর্শন পাবি। শরীরের দক্ষিণ ও বাম অঙ্গের এক অঙ্গে আসিয়া আমি অধিষ্ঠান হইলেই আবেশে আমার আবির্ভাব অনুভব করিতে পারিবি। দুঃখীরাম এইরূপে জগদম্বার চরণ সার করিয়া বর্ষাধিককাল দোকানদারী করিতেছেন, এমতাবস্থায় একদিন দধিভাণ্ড স্কন্ধে বহন করিয়া, ফরিদপুর বাজার হইতে যশোহর রোড্ দিয়া পশ্চিমাভিমুখে যাইতে যাইতে যখন ভোলানাথ সাহার কারখানার নিকট উপস্থিত হইলেন, তখন একটি অপূর্ব্ব কিশোরমূর্ত্তি তাঁহার নয়ন আকর্ষণ করিল। দুঃখীরাম দেখিলেন একটি অপূর্ব্ব বালক পুস্তক হস্তে লইয়া ফরিদপুরাভিমুখে পাঠার্থীরূপে চলিয়াছেন। বালকের সর্বাঙ্গ শুভ্র-বস্ত্রে আবৃত—এমন কি মস্তক পর্য্যন্ত ঢাকা। মুখ মণ্ডলে অবগুণ্ঠনের ন্যায় উত্তরীয় আচ্ছাদন, কেবল দুটী উজ্জ্বল চক্ষু মুখাবরণের ফাঁক দিয়া দীপ্তি পাইতেছে। সুদীর্ঘ দেহ, আজানুলম্বিত ভুজদ্বয় ও সর্বাঙ্গ সুগঠিত। বালক অপূর্ব্ব ভঙ্গীতে, পরিমিত পদক্ষেপে নগ্নপদে চলিতেছেন। পদতল গাঢ় রক্তিমাভ, পদদ্বয় মাংসল ও অঙ্গুলীসকল পরিপুষ্ট। দুঃখীরাম দূর হইতে বালকের গতি দেখিয়া মুগ্ধ হইয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন,—বালকের গমনশীল চরণ যুগল দেখিয়া দুঃখীরামের মনে হইল যেন রক্তোৎপল নাচিতেছে। নগ্নপদ দেখিয়া, দুঃখীরাম বালকের অত্যুজ্জ্বল গৌরবর্ণের পরিচয় পাইলেন, কিন্তু বালক তাঁহার দিকে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আরও কিছু অগ্রসর হইলে, দুঃখীরাম দেখিলেন যে, সে বর্ণ শুধু উজ্জ্বল গৌরবর্ণ নহে, উহা তপ্তকাঞ্চনের মত ; বালকের পরিধেয় বসন ও অঙ্গাবরণ ভেদ করিয়া ঝলক খেলিতেছে। দুঃখীরাম আরও মুগ্ধ হইয়া নিমেষহীন দৃষ্টিতে বালকের দিকে চাহিয়া রহিলেন। বালক ক্রমে ক্রমে দুঃখীরামের সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত হইলেন এবং দুঃখীরামকে অতিক্রম করিয়া যাওয়ার ভাব দেখাইয়া তাহার পার্শ্বে আসিয়া স্বীয় মুখাবরণ উন্মোচন করিয়া, বিস্ফারিত স্নিগ্ধ লোচনে দুঃখীরামের দিকে চাহিয়া একটু মৃদুহাসি হাসিলেন। দুঃখীরাম লোলুপ নয়নে চাহিয়া দেখিলেন, —একি এ। আকর্ণ বিস্তীর্ণনয়ন, ভ্রমরকৃষ্ণ আঁখির তারা, সুপ্রশস্ত সু-উন্নত ললাট, তিলফুল বাঞ্ছিত নাসিকা ও তেলাকুচের মত টুকটুকে ও পাতলা দুখানি অধরোষ্ঠ। এবং হাসির সময় দেখিলেন মুক্তার মত সাদা দন্তরাশি, মুখখানি যেন নিষ্কলঙ্ক চাঁদের মত সুন্দর। দুঃখীরাম সে রূপ দেখিয়া আপনাকে হারাইতে হারাইতে সামলাইয়া লইলেন এবং জিজ্ঞাসা করিলেন, "বাবু! আপনি আমাকে দে'খে হাসেন কেন?" বালক বলিলেন "আমার ইচ্ছা, তা তোমার শুনে কি দরকার?" এই কথা বলিয়াই বালকটি পুনরায় মুখাবরণ টানিয়া দ্রুতগতিতে ফরিদপুরাভিমুখে পূর্বদিকে চলিয়া গেলেন, এবং দুঃখীরাম থতমত খাইয়া পশ্চিমদিকে স্বীয়-কার্য্যে চলিয়া গেলেন। তখন দিবা প্রথম প্রহর অতিক্রম করে নাই,— দুঃখীরাম স্বপ্নাবিষ্টের মত চলিতে লাগিলেন এবং তাহার প্রাণে পুনঃ পুনঃ প্রশ্ন জাগিতে আরম্ভ করিলেন, এই অলৌকিক লাবণ্য সম্পন্ন বালকটী কে? দুঃখীরাম মধ্যাহ্নে ফরিদপুর বাজারে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া আহারাদি সমাপনান্তে বিকাল বেলা স্থানান্তরে গিয়াছিলেন ফিরিয়া আসিলে দুঃখীরামের আত্মীয় জলধর ঘোষ নামক একটি বালক বলিলেন "দুঃখীদাদা, আমাদের সমপাঠী জগৎ ঠাকুর তোমাকে খুঁজতে এসেছিল। সে এসে তোমার কথা জিজ্ঞাসা করলে, "ওরে ধলা বৈরাগী কোথা? —হ্যা দুঃখীদা! তুমি আবার বৈরাগী হ'লে নাকি?" দুঃখীরাম জগৎ ঠাকুরকে জানিতেন না। জলধরের মুখে তাহার কথা শুনিয়া পরিচয় পাইলেন যে, সে ব্রাহ্মণকান্দা চক্রবর্ত্তীদের বাড়ীর একটি বালক, ফরিদপুর স্কুলে পড়িতেছেন ; বালকটি খুব সুন্দর ; জলধরের সঙ্গে খুব ভাব ; জলধর দুঃখীরামের দূরসম্পর্কীয় আত্মীয় ছিলেন, তিনি দুঃখীরামের দোকান ঘরের নিকটেই অন্য একটি ঘরে থাকিয়া কঠোর পরিশ্রমের সহিত পাঠাভ্যাস করিতেছিলেন। (ক্রমশঃ)

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পূর্ব্ববঙ্গ-ফরিদপুর মহাবতারী শ্রীশ্রীপ্রভু জগদ্বন্ধুর মহাগম্ভীরা লীলাস্থলী গোয়াল চামট শ্রীঅঙ্গন হইতে "আঙ্গিনা" নামে পত্রিকা শ্রীমন্ মহানামব্রতের সম্পাদনায় ১৩৩৭ হ'তে ১৩৪২ সাল পর্যন্ত প্রচারিত হইয়াছিল—পাচ বছর পরে, মহানামব্রতজীর চিকাগো বিশ্বধর্ম্ম মহাসম্মেলনে যোগদানের পরে ইহা হয়ত বন্ধ হয়ে যায়। 'আঙ্গিনা' নামে মহাপ্রচারণের পূর্ব্বে 'মহাউদ্ধারণ' নামে মহাধর্ম্ম বিষয়ক মাসিক পত্রিকা প্রথম প্রচারিত হয় (বাং ১৩৩৫ সালে) মহানাম ভিক্ষু মতিচ্ছন্ন মহেন্দ্র কর্ত্তৃক প্রবর্ত্তিত হ'য়ে, পাটনায় এড্‌ভোকেট শ্রীনবদ্বীপ চন্দ্র ঘোষ এম. এ. বি. এল্. ও কলিকাতার এড্‌ভোকেট শ্রীনলিনী কান্ত চক্রবর্ত্তী বি. এল্ এর যুগ্ম সম্পাদনায়, পূর্ববঙ্গ ঢাকা জেলার জয়পাড়া গ্রামের পাগলপাড়া জগদ্বন্ধু ভক্তমণ্ডলীর প্রদত্ত অর্থানুকুল্যে— (৭ মাস পর্য্যন্ত) চলে। পরে বন্ধ হয়। এই 'মহাউদ্ধারণ' পত্রিকার ১ম সংখ্যায় প্রকাশিত বহুলীলা-সঙ্গী ভক্ত-দুঃখীরাম বর্ণিত এই আকর্ষণীয় লীলামৃত পরিবেশিত হইল। ইহা শ্রদ্ধা, আর্ত্তি ও খোলাপ্রাণে পাঠ ক'রে, ভাগ্যবান পাঠকগণ নিজ নিজ ধর্ম্মসাধনায় প্রেরণা লাভ করিবেন।

বিনীত—সম্পাদক।

———

মা-জগত্তারিণী-নন্দন শ্রীক্ষিতীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য (বন্ধু-ভাগবত)

তর্পণ

(শারদীয়া সংখ্যায় প্রকাশিতের সমাপ্তী অংশ)

এখন কথা হইতেছে যুক্তিবাদী বালককে অভিনন্দন করায় তাহার মতই শ্রেষ্ঠ ইহা প্রতিপন্ন হয় না। তাহার মতবাদও একটি মত এই কথাটাই মাত্র স্বীকার করা হয়। "যত মত তত পথ" —এই বাক্যের সার্থকতা দেখান হইয়াছে। হিন্দুধর্ম উদার। তাহার কোলে সকলেই আশ্রয় পাইয়াছে। তাই নিরীশ্বর বাদী চার্ব্বাকও মুনি বলিয়া এবং বুদ্ধদেবও অবতার বলিয়া স্বীকৃত ও পুজিত। হিন্দুগণ সর্বধর্মকে সম্মান দেয় বলিয়া নিজ ধর্মকে ত্যাগ করিতে জানে না। তাহারা "স্বধর্মে নিধন শ্রেয়ঃ" এই মতের ধারক। বিশ্বাসই ধর্মের মূল। তাই তাহারা "মহাজনো যেন গতঃ সঃ পন্থাঃ।" এই মত ও পথ অনুসরণ করে চলেছেন। স্বর্গীয় পূর্ব পুরুষদিগকে তিল জল দিয়া

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

নিজেকেও তৃপ্ত মনে করেন। এবং বৎসরান্তে তাহাদের স্মরণে নিজেরা ধন্য হন। এই ভারতবর্ষেই বিভিন্ন মতাবলম্বী শতশত ধর্ম-প্রবর্ত্তক মহাপুরুষের জন্ম হইয়াছে কিন্তু সনাতন ধর্ম্মী হিন্দুদের নিষ্ঠার সঙ্গে দেবদেবীর পূজা এবং ঈশ্বর আরাধনার ছেদ ঘটাতে পারে নাই। এই প্রসঙ্গে তর্পণ সম্বন্ধে কিছু আলোচনা করিলে অপ্রাসঙ্গিক হইবে না। অপর পক্ষে হিন্দুদের এই তর্পণ সার্বজনীন এবং কত যে উদার ভাবাপন্ন কয়েকটি মন্ত্রের ব্যাখ্যা করিলেই বুঝা যাইবে। তাহারা (হিন্দুরা) তর্পণ কালে কেবল নিজ আত্মীয়দিগকে জল দিয়াই ক্ষান্ত থাকেন না। পিতৃ তর্পণ করিতে যাইয়া তাহারা দেবগণ, ঋষিগণকে ভুলেন নাই। প্রথমেই তাহাদিগকে জল দিলেন। পরে যম তর্পণ করিয়া পিতৃ তর্পণ আরম্ভ করেন। তখন আবার ভাবিলেন যদি কেহ বাদ পড়িয়া যান তাই বলিলেন— "আব্রহ্ম ভুবন্নোলোকো দেবর্ষি—পিতৃ মানবাঃ, তৃপ্যন্তু পিতরঃ সর্বে মাতৃ মাতা মহাদয়ঃ। অতীত কুলকোটীনাং সপ্ত দ্বীপ নিবাসিনাম্, ময়া দত্তেন তোয়েন তৃপ্তন্ত ভুবনত্রয়ম্॥" অর্থাৎ স্বর্গ, মর্ত্ত, পাতাল এই তিন ভুবন সপ্তদ্বীপ নিবাসীগণ দেবতা, ঋষি, পিতৃ মাতৃ কুলের সকলকে জল দ্বারা তৃপ্ত করিলেন। তারপর বান্ধব, অবান্ধব যেখানে যে কেহ আছেন তাহাদিগকে এমন কি অপুত্রকদিগকে এবং যাহাদের অপমৃত্যু হইয়াছে তাহাদেরও জল দিতে ভুলেন নাই। ইহাতেও যেন মনে শান্তি পাইতেছেন না। যদি কোথাও খুঁত থাকিয়া যায়। কেহ বাদ পড়েন তাই পুনরায় বলিলেন—"আব্রহ্ম স্তম্ভ পর্য্যন্তং জগত্তৃপ্যতু।" পৃথিবীর যে যেখানে আছে, অণু, পরমাণু পর্য্যন্ত সকলকে জল দিতেছি, সকলেই তৃপ্ত হউন। এইরূপ উদার মতবাদ একমাত্র হিন্দুধর্ম ভিন্ন আর কোথাও আছে বলিয়া শুনা যায় না।

সাম্যবাদ ও সমাজবাদ, বিশ্বভ্রাতৃত্ববাদ ইহাকে যে নামেই অভিহিত করা হউক না কেন—ভারতের উদার ধর্মনীতির দৃষ্টান্ত পৃথিবীর ইতিহাসে অন্য কোথাও নাই। আমেরিকায় ইং ১৮৯৩ খৃঃ ভারতের তরুণ সন্ন্যাসী স্বামী বিবেকানন্দ যখন চিকাগো ধর্ম মহাসভায় মঞ্চোপরি উঠিয়া ভাষণের প্রারম্ভে আমেরিকার ভগিনী ও ভ্রাতাগণ (Sisters and Brothers of America) বলিয়া সম্বোধন করেন—সঙ্গে সঙ্গে করতাল ধ্বনিতে ২ মিনিট পর্য্যন্ত সভাস্থল মুখরিত ছিল। কেন এমন হইয়াছিল? কারণ ইতিপূর্বে কাহারো মুখে এই জাতীয় বিশ্বভ্রাতৃত্বের বানী তাহারা শুনেন নাই। তাই একজন বিদেশী

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সন্ন্যাসীর মুখে এই অশ্রুতপূর্ব অভিনব বানী শুনিয়া সকলেই আনন্দে উৎফুল্ল। তারই অভিব্যক্তি এই করতাল ধ্বনী, আর সেই সঙ্গে অজ্ঞাত কুলশীল সন্ন্যাসীকে উহা দ্বারা স্বাগত জানান হইল। স্বামীজি কিন্তু কোন নূতন কথা বলেন নাই। উহা ভারতের্র ঋষিদেরই মর্ম্মবানী। তিনি উপলক্ষ্য মাত্র।

শ্রীমদ্ভাগবতের একটি দৃষ্টান্ত তুলিয়া ধরিতেছি—"যাবদ ভ্রিয়তে জঠরং তাবৎ স্বত্বং হি দেহিনাম্", "অধিক যেদভি মন্যতে স স্তেনো দন্ডমইতি।" (৭ম স্কন্ধ—১৪—অঃ ৮ম-শ্লোক)। যে পরিমাণ ধনাদিতে নিজের ভরণ পোষন হয় তাহাই মাত্র দেহী দিকের স্বত্ব। যে তার অতিরিক্ত ধনসম্পত্তির অভিলাষ করে সে চোর। সে দণ্ড পাইবার যোগ্য। যিনি প্রয়োজনের অতিরিক্ত নিজেথ জন্য ব্যয় করিবেন। তিনি চোর বলিয়া প্রতিপন্ন হইবেন। শ্রীমদ্ভাগবৎ গীতার তৃতীয় অধ্যায়ের দ্বাদশ শ্লোকে এই মতের পোষকতা দেখা যায়। কার্ল মার্ক্স কি ইহার অতিরিক্ত কিছু বলিয়াছেন? না! তিনি কেবল পুরাতন মদ নূতন বোতলে ভরিয়া পরিবেশন করিয়াছেন। আমরা নিজের ঘর না খুঁজিয়া অপরের দুয়ারে ধন্না দিতে অভ্যস্ত হইয়াছি। তাই এই দুর্দশা। ইতি। জয় জগদ্বন্ধু জয়!

[পূজনীয় ক্ষিতীনদা, রোগের কথা ভুলে যান। বন্ধুর কাজে মগ্ন থেকে শতায়ু হউন। শ্রীশ্রীরামবাগানের—"মহাউদ্ধারণ আন্তর্জাতিক সদন', গড়ে তুল্‌তে কান্তিব্রতকে, সমরকান্তিকে উদ্বোধিত করুন। অসম্ভবকে সম্ভব ক'রে তুলুন। "কৃপা মানে ক'রে পাওয়া"। আমরা 'কৃতি'তে নামলেই কৃপা (কৃপাময়ী কৃপা শক্তি) অম্‌নি আসিবে। —মাখনদা।]

ভাগবতশাস্ত্রী সত্যবন্ধু ব্রহ্মচারী

জগৎ আজ কোন পথে?

পথে নেমেছি তা যে আজ কদ্দিন হলো ঠিক পাঁজি দেখে হিসেব কষে বলতে পারবো না। কারণ সে হিসেব রাখিনি। শুধু দেখেই চলেছি

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সমাজের গলি ধরে—পরিবার পুরের থানা হয়ে—শিক্ষা নগরীর ষ্টেশন দিয়ে—রাষ্ট্রদূতের সড়ক পেরিয়ে—ধর্ম্ম্য ধ্বজীর মোড়ে এসে একটু পিছন ফিরে তাকাবার চেষ্টা করছিলাম। কিন্তু অবসর নেই। আমাকে চলতেই হবে কারণ আমি পথিক। পথ চলাই আমার কাজ। তবুও চলতে চলতে কিছুটা রাস্তার হিসেব করে নিলাম এরই মধ্যে। কোথা থেকে কিভাবে এলাম আর গতিই বা চলছে কি ভাবে, তাকাতেই যেন বিস্ময়ে হতবাক হয়ে পড়েছি। মনে প্রশ্ন জাগল। "জগৎ আজ কোন পথে"—?

শুনেছি সমাজ রক্ষণশীলতার ও শৃঙ্খলার বিধায়ক। কিন্তু আজ আমার মনে হচ্ছে, সমাজের সেই তথাকথিত রক্ষণশীলতা অরক্ষণীয়া হয়ে—শৃঙ্খলা আজ খলের শৃঙ্খল রূপ ধারণ করেছে। আর তাতে শিকার হয়েছে নিরীহ দুর্ব্বল নিস্পাপ কিছু প্রাণী। স্বার্থান্ধ বিধায়কবৃন্দের উচ্ছৃঙ্খল শৃঙ্খলে কটিবদ্ধ হয়ে তাদের সামাজিক জীবন হয়েছে দুর্বিসহ, তাই আজ সর্বত্র বাঁধ ভাঙ্গার গান। কিছু কাজও আরম্ভ হয়েছে এরই মধ্যে। বিশেষ করে আন্তর্জাতিক নারীবর্ষ তার এক মুখ্য অভিযান।

সমাজের গলি থেকে চোখ নামাতেই লক্ষ্য পড়লো শিক্ষা নগরীর প্রশেসানের দিকে। মুহূর্ত্তের মধ্যে চোখ ধাঁধিয়ে এল তাদের জৌলুসে। কিন্তু একটু স্থির ভাবে দৃষ্টি রাখতেই আবার তা মিলিয়ে গেল কর্পূরের মত। দেখলাম এ "আলো নয় আলেয়া"। হৃদয়হীন শিক্ষার এক পৈশাচিক চিৎকার যেন চতুর্দ্দিকে হাহাকার করে উঠলো। সবার অন্তরে অন্তরে আছে দুর্ব্বিসহ যন্ত্রণার অস্ফুট ক্রন্দন। নেই সোচ্চার অভিব্যক্তির পূর্ণ প্রকাশ। ফলে চোরা বালীর মত হৃদয় দেহকে তারা খাক্ করে দিচ্ছে, প্রত্যক্ষ দৃষ্টান্ত আজ কোলকাতার South Point School এর অধ্যক্ষ বণিতা স্বরূপা গুহের অকাল মৃত্যু। প্রকৃত কি মূল্য এই শিক্ষার—যেখানে নেই হৃদয়ের স্পর্শ। অধুনা শিক্ষা কারিকুলাম ব্রেনকে রিসার্স করিয়ে নিয়ে যাচ্ছে স্বর্গের সিড়ি বেয়ে। কিন্তু দুঃখের বিষয় যোগ নেই হৃদয়ের সাথে। হৃদয়কে তারা অবচেতনা ও নৃশংসতার নির্মম রোলারে পিষে মেরে ফেলছে। তাই জাতীয় জীবনের এই দুর্গতি। উদ্দাম বাতাসের বুকে সূত্রচ্ছিন্ন ফানুসের মত সহৃদয়তা হীন শিক্ষার উদ্দাম হাওয়ায় শিক্ষা সমাজ ঘুরপাক খাচ্ছে, সীমাহীন শূন্যের বুকে। ফলে শিক্ষার কোন কারিকুলামই স্থায়ী গতি নিচ্ছে না তার আপন কক্ষে। সপ্তাহে দুবার গতি পরিবর্ত্তিত হচ্ছে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

প্রশিক্ষণ নিয়মের। এরমাঝে আবার চলেছে রাজনৈতিক কাঠামোর বিরাটকায় ঘোরালো চাকার ঘুরপাক। ফলে খরকুটা হয়ে যাচ্ছে সব।

সূত্র ছিন্ন ইতস্তত: ভ্রাম্যমান ঘুড়িকে আবার সামনে ফিরিয়ে আনতে হলে যেমন প্রয়োজন তার মূল সূত্রের সাথে পুনঃ সংযোজন। তদ্রুপ অধুনা খেই হারানো ভ্রাম্যমান সমাজকে আবার সাম্যে স্থিতিশীল করতে হলে পুনঃ প্রয়োজন অভ্রান্ত আর্য্যঋষি প্রণোদিত পথের অনুসরণ। নিছক জড় যান্ত্রিক পরীক্ষণ নিরীক্ষণে নয়। প্রকৃতপক্ষে একটু দৃষ্টি দিলেই দেখা যায় গণিতিক কাঠামোতে ডিগ্রীর হার বেড়েছে ঠিকই কিন্তু বেড়েছে কি মানবতার হার? তাই যদি বাড়বে তবে কেন অধিকাংশ ক্ষেত্রে পুত্র বৃদ্ধ পিতামাতার ভরণ পোষণের ভার নিতে নারাজ। এ প্রমাণও দুর্লভ নয় যে তাদের মুখের অন্ন পর্য্যন্ত খেড়ে খেতে দ্বিধা বোধ করছে না। সামান্য দোষ ত্রুটীর অছিলায় আধুনিক শিক্ষার শ্রেণী বিন্যাসের উপরতলার আধুনিক পুত্র অক্লেশে দ্বিধাহীন চিত্তে পিতৃমাতৃত্বকে পর্য্যন্ত অস্বীকার করে বসছে। এর চেয়ে আর দুঃখের সংবাদ কি হতে পারে। কেন ছাত্র শিক্ষকের সম্বন্ধ ভুলে যাচ্ছে?—কেন দিচ্ছে না তাদের যথাযথ মর্য্যাদা—? এত শিক্ষা প্রসারতার যুগে কেন এই অনিয়ম—? কে এর জন্য দায়ী, ছাত্র না শিক্ষক? পিতা না পুত্র—? সমাজ না রাষ্ট্র—? অথচ এই ভারত একদিন ছিল আদর্শের পূণ্য পীঠ। প্রাচ্য প্রতীচ্যের সকলে উন্মুখ হয়ে থাকতো এই পূণ্য ভূমি ভারতের দিকে। এবার আসা যাক্ সাংস্কৃতিক জগতে। সাংস্কৃতি শব্দের তাৎপর্য্যগত অর্থ আত্ম প্রশিক্ষণ। বলা কঠিন—অধুনা সাংস্কৃতিতে কতটুকু আত্মপ্রশিক্ষণ আছে। অত্যাধুনিক সাংস্কৃতিতে মলাট চক্‌চকে হচ্ছে ঠিকই কিন্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রে ভিতরে পঁচা পাতায় গাঁদ ধরে উঠেছে। সাংস্কৃতি বলতে বিশেষ কোন একটা দিক নয়। জীবনের সার্ব্বিক সুশোভনই এই সংস্কৃতি। সাংস্কৃতি আহরণ করতে হলে আমাদের আবার ফিরে যেতে হবে আর্য্যঋষির চরণমূলে। একান্ত অনুগত হয়ে শিক্ষা করতে হবে কায়মনে তাঁদের আদর্শপুত পথের। প্রকৃত সংস্কৃতির ক্ষেত্র অতীব ব্যাপক। শিক্ষা, সমাজ, রাষ্ট্র, সাহিত্য, শিল্প, বাণিজ্য, বিজ্ঞান, দর্শন সব মিলেই সংস্কৃতি, যেমন কোন ব্যক্তির সার্ব্বিক সুঠাম দেহ সৌষ্টবই তার স্বাস্থ্যের লক্ষণ, তদ্রূপ জীবনের সর্বক্ষেত্রে সার্ব্বিক সুপ্রকাশই বলিষ্ঠ ও সুষ্ঠ সংস্কৃতির লক্ষণ। সততাই ব্যবসার মূলধন আর সেই ব্যবসা ক্ষেত্রে যেখানে কালোবাজারীর প্রকোপ দেখা দেয়

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সেখানে বুঝতে হবে বাণিজ্যিক সংস্কৃতি থেকে আমরা ব্যাহত হয়ে পড়েছি। শিক্ষাক্ষেত্রে যেখানে ছাত্র শিক্ষকে সম্বন্ধ চ্যুত, পরীক্ষার হলে টুকরো কাগজের ছড়াছড়ি, সেখানে বুঝতে হবে প্রকৃত শিক্ষা সংস্কৃতি থেকে আমরা দূরে সরে পড়েছি। আবার সাহিত্য শিল্পের ক্ষেত্রে, কুরুচী যেখানে সুরুচিতে পরিণত হয়েছে, কুরূপ যেখানে সুরূপের রূপ নিয়েছে সেখানে বিচার সাপেক্ষ যে আমরা সংস্কৃতির পথে কতটুকু এগিয়েছি। সমাজ ও রাষ্ট্রীয় খাতে ঐ একই কথা।

এমন উপসংহারের পুরোভাগে ধর্মজগতের দিকে একটু দৃক্‌পাত করে নিরবতার রেখা টানছি। এদিকে অধিক ক্ষেত্রে মুখোশ পরা ধর্মধ্বজীর সকপোল কল্পিত শাস্ত্রবানে ধর্ম জগৎ বিদ্ধ প্রায়। শাস্ত্রীয় শাসনের নামে এক স্বেচ্ছাচরিতার হুজুগ চলেছে জগৎজুড়ে। আর সাধারণ মানুষ দৈনন্দিন জীবনের প্রতি ঘাটে ঘাটে আঘাতের পর আঘাত খেয়ে ব্যর্থতা ও হতাশার বিরাট বোঝা মাথায় নিয়ে একটু বিশ্রাম খুঁজেছে—ধর্ম জগতের শীতল ছায়ায়। সেখানে গিয়ে আবার তারা ধরা পড়ছে। সেই মুখোশ পরা কৌশুলীর নাগপাশে, শুরু হচ্ছে বিরাট দেনা পাওনার খতিয়ান। ফলে সুখের মূল নির্মূল হয়ে দুর্মূল্যের চড়াই উতরাই উতরাতে গিয়ে জা'ন যায় যায়। শান্তি—? কোথায় শান্তি······? যার কাছে গিয়ে আশ্রয় নিয়েছে শান্তির জন্য সেই তো ভিতরে ভিতরে অশান্তিরূপ নিদারুন দাবানলে পুড়ছে অহোরাত্র। আর বাইরে জোরদার মুখোশ এঁটে শ্রীভগবানকে বাণিজ্যিক মাধ্যম করে ট্রেড মার্কা ছাপ দিয়ে কোমরে কাপড় বেঁধে উঠে পড়ে লেগেছেন প্রতিষ্ঠার উত্তুঙ্গ শিখরে উঠবার জন্য। আদর্শ ও বাস্তব সত্য তাদের কাছে স্বপ্নপুরীর রাজকন্যার সোনার কাঠির ছোয়ার মত। কিন্তু উপায় নেই প্রকাশের। প্রকাশে বান্‌চাল্। শ্রীশ্রীপ্রভু জগদ্বন্ধু সুন্দর এই সত্য উদ্‌ঘাটন করে বলেছেন, "মঠমন্দির গোস্বামী মোহান্ত গোলক ধাঁধা।"

আজ আমি সত্যের বন্ধু, তাই বাধ্য হয়ে জগতের কল্যাণার্থে নিরেট সত্য বলতে হলো এই জন্য সকলের কাছে ক্ষমা চেয়ে নিচ্ছি।

———

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শ্রীদেব প্রসাদ সরকার, বি, এ

শিক্ষা সংস্কারে

শিক্ষা সংস্কারে আজকাল ব্যবহারিক দিকে একটু নজর দেওয়ার প্রয়োজন। চাষ, আবাদ, মাছের চাষ। সেবা কাজ, প্রার্থনা গান প্রভৃতির দিকেও সম্ভবমত লক্ষ্য রাখতে পারলে ভাল হয়। কেন্দ্রে কেন্দ্রে ছাত্রসংঘ গড়ে ব্যবহারিক বিষয়ের প্রবর্তন করা যেতে পারে। তার, পরে সুবিধামত বিস্তৃত করা যেতে পারে। এতে পুঁথিগত বিদ্যাকে জীবন্ময় করার সাহায্য হতে পারে। ছাত্রদের ভবিষ্যৎ, সংঘের জমি রাখার ব্যবস্থা এখন হতেই করতে হয়, নইলে পরে 'ওম্ মা' বলতে না হয়।

[লেখক—বন্ধু-কৃপাসিন্ধু ডঃ প্রফুল্ল কুমার সরকারের সুযোগ্য পুত্র। জগদ্বন্ধুর ধ্যানে, জগৎকল্যাণ কাজে জীবন সমর্পিত। —সম্পাদক।]

———

বন্ধুসুন্দরানন্দ

জগদ্বন্ধু-'চারণ-প্রচারণ-প্রতিষ্ঠান-প্রসঙ্গ

সুরেশ চন্দ্র চক্রবর্ত্তী প্রণীত শ্রীশ্রীপ্রভু জগদ্বন্ধু চরিতামৃত (পূর্ব্বাভাস ও আবির্ভাব তত্ত্ব) (আদি-লীলা-বিলাস) (প্রথম খণ্ড-প্রথম ভাগ) (দ্বিতীয় পল্লব) গ্রন্থে বন্ধু-ধামাষ্টক বন্দনাতে দেখতে পাই—৮টী ধামের ধ্যান। ডাহাপাড়া (আবির্ভাব), শ্রীগোবিন্দপুর (কৈশোর-বাল্যের লীলাস্থল), শ্রীব্রাহ্মণকান্দা (কৈশোর-যৌবন লীলা), পাব-না (প্রথম প্রকাশ), শ্রীবদরপুর (উৎসব-আরম্ভস্থলী), বাকচর (ধাম-ত্রাম্) শ্রীরামবাগান (কলিকাতা ডোমপল্লী পতিত পাবন ক্ষেত্র), আঙ্গিনা (মহাতপঃ ক্ষেত্র)।।

কাল প্রবাহে, রাষ্ট্র পরিবর্ত্তনে, পশ্চিমবঙ্গে মাত্র ডাহাপাড়া (মুর্শিদাবাদ) ও শ্রীরামবাগান (কলিকাতা) লীলাধাম। বাকী ছয়টী ধাম পাকিস্থান অধুনা

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বাংলাদেশ কবলিত।

ইহা ব্যতীত ঢাকা, বহরমপুর (মুর্শিদাবাদ), নবদ্বীপ, বৃন্দাবন, রাঁচি শ্রীশ্রীপ্রভু-সুন্দরের লীলাভূমি—যাহা আমরা দেখতে পাই শ্রীশ্রীবন্ধুলীলা-তরঙ্গিণী গ্রন্থ সমূহে। আর কোনও স্থানে পরিক্রমা করিয়াছেন কিনা—জ্ঞাত নই। অশেষ তত্ত্ব ও তথ্যাভিজ্ঞ শ্রীশ্রীমহানামব্রত ও উদীয়মান শিক্ষিত ভক্তগণ কর্তৃক অন্যান্য লীলাস্থলীর সংবাদ জানাইলে এই প্রসঙ্গ পুনঃ প্রকাশিত হইবে।

কৈশোরাদি—লীলাসঙ্গী চিরকুমার রমেশ চন্দ্রের সঙ্গ-গুণে বহু তথ্য জ্ঞাত আছি—যাহা অদ্যাপি ভক্ত সমাজে প্রচারিত নহে। প্রভুর কৃপা হইলে—ক্রমে ঐসব জগদ্বন্ধু-বার্ত্তায় প্রকাশিত হইবে।

শ্রীশ্রীপ্রভুর কুটীরে আবদ্ধ থাকা কালে, একবার শীতের দিনে কলিকাতা হইতে রমেশ চন্দ্রের সঙ্গে শ্রীঅঙ্গনে যাওয়ার মহা-সৌভাগ্য হ'য়েছিল। প্রবল শীতে রাজবাড়ী ষ্টেশনে একবৃক্ষ তলে আগুন জালিয়ে সময় কাটাতে হয়েছিল। পরে ময়রার দোকানে যেয়ে জলযোগ ক'রে ট্রেনে আরোহন করি। এই সুদীর্ঘ চলার পথে, 'রমেশদা' প্রভুকথিত সকল ধর্ম্ম মতের মানুষের মহাউদ্ধারণে ধর্ম্মবিপ্লবাত্মক বহু বার্ত্তা বলিয়াছেন। ঐ সময় রমেশদা বলেছিলেন—নিরুদ্দেশ সময়কালে প্রভু স্থূল ও সূক্ষ্ম দেহে পৃথিবীর সর্ব্বত্র ভ্রমণ করিয়াছেন।

বিশ্লেষণ ক'রে দেখা যাইতেছে (১) ঢাকা মহাপ্রকাশ মঠ স্থাপিত হয়। (২) কলিকাতা মানিকতলা মহাউদ্ধারণ মঠের প্রতিষ্ঠা করেন শ্রীশ্রীমহানামব্রত। এই মঠের আদি পাকা বাটী রামবাগান নিবাসী একজন বারবণিতার—নাম সুরথকুমারী—যিনি কোটী জন্মের সুকৃতির বলে পতিত-পাবন প্রভু-বন্ধুর-কৃপাসিক্ত হয়ে উদ্ধার প্রাপ্ত হন। ঐ আদিবাটী বন্ধুভক্তগণ পরি-বর্দ্ধিত করেন। (৩) নবদ্বীপ বন্ধুহরির লীলাস্থান শ্রীশ্রীহরিসভার অনতিদূরে মহানাম মঠ প্রতিষ্ঠা করেন শ্রীমহানামব্রত। (৪) নদীয়া-কৃষ্ণনগর ঘূর্ণি-জগদ্বন্ধু মঠ স্থাপিত। (৫) চন্দননগর (হুগলী) জগদ্বন্ধু-আশ্রম প্রতিষ্ঠিত। (৬) ২৪ পরগণা বারাসাত দক্ষিণপাড়া জগদ্বন্ধু আশ্রম কলিকাতার সুপ্রসিদ্ধ মোহন প্রেসের মালিক কালুভাই প্রমুখ ভ্রাতৃগণের স্থাপিত। (৭) ২৪ পরগণা ভবানীপুর সোনারপুর জগদ্বন্ধু মন্দির ও আশ্রম স্থাপনা করেন শ্রীশ্রীউদ্ধারণ দাস ব্রহ্মচারী। (৮) দেওঘর (বিহার-এস্ পি) শ্রীশ্রীবালানন্দ আশ্রমের অনতি-দূরে বেশ উচু স্থানে মহাউদ্ধারণ-মহাপ্রচারণ—দরদী শ্রীশ্রীমোহনানন্দ ব্রহ্মচারীর

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

প্রদত্ত জমিতে শ্রীশ্রীজগদ্বন্ধু-মঠ মন্দির অবস্থিত। (৯) চট্টগ্রামে পাহাড়ের উপর শ্রীশ্রীরাম ঠাকুরের প্রতিষ্ঠিত কৈবল্য-ধামের সন্নিকটে—প্রভুজগদ্বন্ধুর আশ্রম ছিল। বর্তমানে উহার অস্তিত্ব আছে কিনা, জ্ঞাত নই। শ্রীশ্রীমহানাম-ব্রতের বাংলাদেশ, পশ্চিমবঙ্গ, কোচবিহার, ত্রিপুরা ও আসামে ভাগবত-ধর্ম্ম-প্রচারণে ও মহাধর্ম্ম ও মহাকীর্ত্তন প্রচারণ পরিক্রমায় স্বাভাবিক ভাবেই তথাকার বন্ধুভক্ত মহাজনগণ জগদ্বন্ধু প্রতিষ্ঠান স্থাপন করিয়া বন্ধু হরি নামের মহানামের চারণ প্রচারণে ব্রতী হইয়াছেন। বহুস্থানে, শত সহস্র বন্ধু-ভক্তজনার নিজ নিজ আবাস বাটীতেও নিত্য বন্ধু ভজন পূজন ও কীর্ত্তন অনুষ্ঠিত হইতেছে। বন্ধু-হরিসভা ও মাঙ্গলিক নিয়মিত অধিবেশন গ্রামে গ্রামে গঞ্জে গঞ্জে সাধারণ মানুষের হৃদয়ে সংসারের পাপতাপের জ্বালা জুড়াইবার শক্তি দান করিতেছে। বন্ধু-দরদী কল্যাণকামী বান্ধবগণ এই সব তথ্য, জানাইলে, জগদ্বন্ধু-বার্ত্তায় প্রকাশিত হইতে পারে।

জয় জগদ্বন্ধু আন্তর্জাতিক মিশনের সেবকগণ—জগদ্বন্ধুর প্রেমের পাগল হ'তে চায়—জগদ্বন্ধু মহানামে প্রতিষ্ঠিত পুরাতন ও নবীন সকল প্রতিষ্ঠানের উজ্জীবনে ও সুচারু পরিচালনের সহযোগীতায় একান্ত ভাবেই আগ্রহী। আশাকরি, ভক্তবান্ধব জ্ঞানীগুণি মহাজনগণ সাড়া দিয়ে, নিজ নিজ সৌভাগ্য অর্জন করিবেন। এবং মিশনের সেবকগণেরও বন্ধু-কৃপাকণা লাভের সুযোগ দান করিবেন। জয় জগদ্বন্ধু হরি। দাসানুদাস—বন্ধুসুন্দরানন্দ। ১৬।১১।৭৬।

———

শ্রীশ্রীজগদ্বন্ধু ধাম
ডাহাপাড়া (মুর্শিদাবাদ)
১৭।৬।৭৬ ও ১৬।১১।৭৬

শ্রীহরিবন্ধুদাস ব্রহ্মচারীর চিঠি

শ্রদ্ধেয় দাদা, জয় জগদ্বন্ধু।

পতিতের দণ্ডবৎ নতি গ্রহণ করুন।······

শ্রীশ্রীধামে জীবনের সায়াহ্নে মায়ার উচ্ছিষ্ট দেহমন লইয়া আসিয়াছি। কোন

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

প্রকারে, শ্রীগুরু আনুগত্যে থাকিয়া প্রারব্ধ ক্ষয় করিবার প্রয়াস পাইতেছি মাত্র। সুতরাং পরিচালনাদি ব্যাপারে আমার ভূমিকা সম্বন্ধে আপনি ভ্রম করিয়াছেন। সবিনয়ে জানাইতেছি যে শ্রীপাদ কুঞ্জদাসজীর মত অদোষদরশী বৈষ্ণবের শ্রীচরণে আছি বলিয়াই এহেন পামর পতিতের শ্রীধাম বাসের ভাগ্য হইয়াছে। সতত আশংকা, এই চির অপরাধী কপটীর কখন ভাগ্যটুকু খসিয়া যায়।

শ্রীগুরুদেব বার্দ্ধক্যজনিত অপটু দেহ লইয়া আছেন। বেশী চলাফেরা করিতে পারেন না। কোন প্রকারে শ্রীনাটমন্দিরে দর্শনার্থ একবার আসেন। অপরাপর ভক্ত সেবকগণ সেবাদি লইয়া কুশলে আছেন। আমি পতিত, পাপ অপরাধ লইয়া, শ্রীধামের রজে পড়িয়া আছি। ভজনহীন চপলমতি এ অধমে, সকল বৈষ্ণব-বান্ধব মহাউদ্ধারণ ভাবে করুণা করুণ এই কাতর ভিক্ষা।

সকল বান্ধব ভক্ত বৈষ্ণবে এই ঘৃণ্য জীবাধমের নতি ও কাতর মিনতি নিবেদন করিতেছি। শ্রীপদে অষ্টাঙ্গ নতি। জয় জগদ্বন্ধু। জয় মহাউদ্ধারণ লীলা। দীনহীন কৈতবিত দাস হরিবন্ধু।

[ডাহাপাড়া ধাম হ'তে ১২।১১।৭৬ তারিখের চিঠিতে আশ্রমের ভক্ত বন্ধু মঙ্গল দাস জানাইয়াছে— "হরিবন্ধুদাকে লেখা আপনার চিঠি পাইয়াছি। হরিবন্ধুদা গত ২৯।১০।৭৬ তারিখে রাত্রিতে কীর্ত্তন করিতে করিতে সেরিব্রাল থ্রম্বোসিস্ রোগে আক্রান্ত হন। এখন বহরমপুর হাসপাতালে অপেক্ষাকৃত ভাল আছেন। পরমদয়াল প্রভুচরণে হরিবন্ধুভাইএর নিরাময়ের আকুল প্রার্থনা জানাইতেছি। —সম্পাদক। ২৬।১১।৭৬]

প্রাচীন বন্ধুভক্ত শ্রীমহেন্দ্রনাথ কাব্যতীর্থের দুখানি চিঠি

"নির্ভয়ে যেখানে সেখানে আমার কথা ব'লে বেড়াবি"

(নিরীহ পবিত্রজীবন নিত্য সেবক ছোট মহেন্দ্রের ৫।৯।১৯৭৬ তারিখের চিঠিতে প্রভুর কথা পাঠকের প্রাণে মহাপ্রাণতার স্পন্দন এনে দিবে।)

বন্ধুহরি-গতপ্রাণ-পরম স্নেহ প্রবণ প্রাণের মাখন দাদা জীবন, প্রাণের বন্ধুপ্রীতি, চিরবন্ধু শুভেচ্ছা ও প্রীতি নিন। আপনার ৩০।৮।৭৬র স্নেহলিপি ২।৯।৭৬ পেয়ে পরম আনন্দ হ'ল।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বন্ধু বলেছেন, "আমার মহাপ্রকাশে সত্য প্রতিষ্ঠিত হবে। "সময়ে প্রকাশ হ'ব।" "আমি তোদের পাছে আছি। ভয় কি?" "আমি তোমাদের একালে, দ্বিকালে, ত্রিকালে, নিত্য চিরগুরু।" "একালে ওকালে ত্রিকালে নিত্য চিরদিন নির্ভয়ে যেখানে সেখানে, আমার কথা ব'লে বেড়াবি। আমি ত ঝুটা মাল নই, যে, বলতে ভয় করবি?......" "প্রভু সত্য নিত্য বস্তু।" এখন প্রভুর মহাপ্রকাশের লক্ষণ আপনারা লক্ষ্য করছেন। তাঁরই প্রেরণায় প্রভু-বন্ধুর চরণাশ্রিত দাস নির্ভীক ভাবে সময়োপযোগী প্রচারণ, সত্যবার্ত্তা-দান কার্য্য চালাচ্ছেন ও চালাবেন। তিনি মন্ত্রী, আমরা যন্ত্রমাত্র। "হরিনামের আড্ডা" করা প্রভুরই আদেশ। রামবাগান প্রভুর সাক্ষাৎ লীলাভূমি, ওখানে পাকা "হরিনামের আড্ডা" ও তাঁর সেবাপূজার নিত্য জগৎকল্যাণ মন্দির স্থাপন চেষ্টা মহাউদ্ধারণ কার্য্যেরই অঙ্গ। এ বিষয়ে লোকের সমালোচনা, সন্দেহ, লোক নিন্দা সবই সহ করে আপনার ও বন্ধুভক্ত সকলকেই কর্তব্য করে যেতে হবে।

"আমি ধ্বংশকারী নহি, রক্ষাকারী বটী।" "আমি তোদের স্মরণ ক'রে রক্ষা করব।" —বন্ধুবাণী। 'লক্ষ্য-জগদ্বন্ধু।"

[১৭।৯।৭৬ তারিখের চিঠিতে শ্রীশ্রীপ্রভুর নিত্য সত্যবানী ও পাঠক-বান্ধবগণের প্রাণে প্রেরণা জাগ্রত ক'রে—আত্মশুদ্ধি ও জগৎ-শুদ্ধির কর্ত্তব্য-নির্দ্দেশ দিবে।

আমাদের এখন সতর্ক থেকে প্রভুর কাজ করতে হবে। প্রভু বলেছেন— "লক্ষণে মানুষ চিনে নিও, তদ্রুপ ব্যবহার করিও ও করাইও।" আমিইত আছি, ভয় কি? হরিনামে প্রাণ মন শীতল রেখে চল্‌তে থাকবে।" "একদিন সকলেই আমার হবে, এপারে বা ওপারে।" "দেখবি, পৃথিবীর সমস্ত লোক একই সময়ে আমাকে দেখবে।" "সবা দ্বারা কীর্ত্তন মণ্ডলী গঠন করাবে।"

"প্রলয় মহাপ্রলয় দমন, মহাউদ্ধারণ, সবে হরিনাম প্রেমদান, আমার কার্য্য জানাব কি।" "আমি ধ্বংশ হ'তে দিব না।" আমি ধ্বংসকারী নহি, রক্ষাকারী বটী।"

"গরজে প্রলয়-সিন্ধু শাবদ নির্ঘোষ।
বন্ধু নতি শ্রীগৌরাঙ্গ, ক্ষম কীট দোষ॥
(উহার দোষ কি?) (প্রভু তোমার দয়া দেখি)"
—হরিকথা

জয় জগদ্বন্ধু হরি।
ইতি। চিরস্নেহের মহেন্দ্র (নিত্য সেবক)

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বন্ধুবর শ্রীনরেন্দ্রলাল বসুর পত্র

চিঠি

প্রাণপ্রিয় মাখনদা,

এখন শরীর নিয়া ব্যস্ত। প্রভুর কাজ—নাম করা ভিন্ন চিন্তা করিতে পারি না। বয়স ৮১ বৎসর। চোখে কম দেখি, কানে কম শুনি, ঝি চাকর ছেলে কেউ অবস্থা বুঝে ব্যবস্থা করে না। কাজেই কষ্ট পাই। খেতে শুতে, ঘুমোতে, স্নানে, পায়খানা করিতে নাম জপে কাটাই।

যৌবন প্রৌঢ় সময় মানুষ যা পারে করিতে, তারপর সে অন্যের পোষ্য, অধীন ও মানসিক অশান্তিতে বেঁচে থাকে মাত্র। কোন Activity (কার্য ক্ষমতা) থাকে না।

সমরকান্তি কর্ম্মী হউক, তবে ভিখারী নয়। প্রেস করুক। তারপর আমার ১০ খানা Mss (গ্রন্থের পাণ্ডুলিপি) দিব। হরিসভা করুক, নাম যজ্ঞ লোককে খেতে পরতে দেওয়া করুক। একটি মাত্র ছেলে। মা বোন স্ত্রী পুত্রদের দেখতে হবে। চাকুরী প্রেস, ক্ষুদ্র শিল্প প্রতিষ্ঠান। তৎসহ কৃষি-এ সব দেখতে হবে।

মঠ মন্দির ভারতে অনেক আছে। তাতে পেঁচা থাকে, মানুষ নেই। হরিবোল্।

সমরকান্তিকে এই পত্র দেখাবেন।

ইতি। নরেন। ২২।৯।৭৬

———

বন্ধু-বন্ধু-বন্ধু নামে
আমরা মাতিব।
বন্ধু-বন্ধু-বন্ধু নামে
জগত-মাতাব॥
—বন্ধুসুন্দরানন্দ।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ভগিনী শান্তিদেবীর চিঠি (কাশীধাম)

সাধক কমলাকান্ত, মা-আনন্দময়ী ও জয়-জগদ্বন্ধু মিশন প্রসঙ্গ

শ্রীঅঙ্গনে কমলাকান্ত প্রভুর অঙ্গ-গন্ধ লক্ষ্য ক'রে লুকিয়ে বাড়ীর কাউকে না ব'লে বন জঙ্গলের মধ্য দিয়ে প্রায়ই গিয়ে দর্শন করতেন, তখন বালক অবস্থায়। প্রভুর সাক্ষাৎ তো হ'তই তা ছাড়া "জাগ জাগ নগরবাসী নিশি অবসান রে"।—

প্রভাতী, কীর্ত্তন ভোরে বার হ'ত শুনে সেই বাল্যকালেই পাঠ্য অবস্থাতে একটা ভীষণ বৈরাগ্য ভাব জীবনে এসেছিল—তখন তিনি ফরিদপুরে মামার বাড়ীতে থেকে পড়তেন। সেই সময় রোজ প্রভাতী টহল কীর্ত্তন শুনে প্রভুকে দেখবার জন্য প্রাণ ব্যাকুল হয়েছিল। তাই দর্শন করতে অভিভাবক-দের লুকিয়ে যেতেন। সোজা রাস্তায় কেউ যদি দেখে, মামাকে বলে দেয়, তাই অনেক-ঘুরে ঘুরে বন জঙ্গল পার হয়ে দর্শন করতে যেতেন। দূর থেকে অঙ্গগন্ধ পেতেন, তাই রাস্তা সোজা হয়েছিল।

আমি প্রভু জগদ্বন্ধুর আশ্রয় নিয়েছি শুনে এই সব গল্প কথা আমার নিকট ব'লেছিলেন। মাঝে মাঝে প্রভুর বিষয় আলোচনা করতেন। তারপর একদিন একটা খাতা দিয়ে বল্লেন—এইটাতে চন্দ্রপাতের ব্যাখ্যা আছে, যদি ছাপান প্রভুর ভক্তেরা কেউ দেবেন, তাই আমি প্রভুর বাক্সে রেখে দিলাম। অনেক দিন আগের কথা।

মিশনের মন্দির সদন প্রস্তুত আরম্ভ হইবে শুনে সুখী হলাম। সেটা কি দত্তপুকুরে যার ভিত্তি আমায় দেখিয়েছিলেন ?

বন্ধু-বার্ত্তায় লেখা—রামবাগানের মন্দির স্থাপনের চেষ্টা পুনরায় আরম্ভ হইয়াছে। বহু ভক্ত চিঠি দিয়ে সহানুভূতি জানিয়েছেন। খুবই আনন্দ হল জেনে। প্রভুর ইচ্ছা হলে, সব অসম্ভব সম্ভব হ'তে পারে।

শ্রীশ্রীআনন্দময়ী মার বয়স এখন ৮১ এই বয়সে তাঁর একটুও বিশ্রাম নাই পুরাউদ্যমে কাজ করে যাচ্ছেন সারা ভারতে ঘোরা ঘুরির অন্ত নাই। নানা প্রোগ্রাম, পূর্ণ যৌবন, দৌড়াদৌড়ি দেখে, মনে হয়, তিনি নিজে পূর্ণ তাই সব কাজ পূর্ণ ভাবেই করেন।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শ্রীমান্ বন্ধু সুন্দরের আর এক ভাই হয়েছে (নাম জগৎ সুন্দর) শুনে সুখী হইলাম। দুই ভাই-এ মিলে প্রভুর কাজ করুক—এই চাই। ভাই দেখে বন্ধু সুন্দর কি বলে? তার ভাইকে কীর্ত্তন আনন্দে টানবে দেখবেন। এদের উপর প্রভুর কৃপা দৃষ্টি পড়ুক এই প্রার্থনা।

আপনার ছেলের (সমরকান্তির) ভাব কি রকম বোঝেন? আপনাদের মত প্রভুতে একান্ত ভক্তি শ্রদ্ধা কি আছে? ভবিষ্যতে আপনার স্থানে সে দাঁড়িয়ে এই সব প্রভুর মিশন কি চালাতে পারবে? আর কাকেও ত দেখ্‌ছি না। ভবিষ্যতের কাজে লাগবার মত উৎসাহ।

ক্ষিতীনদার ছেলেরা কেমন? প্রভুর কাজ করবার মত কি? ক্ষিতীনদা কেমন আছেন? নরেনদার ছেলেরা এ পথের পথিক?

সংসার চাকুরী সব তো আছেই, তারপর প্রভুর সেবা, এ সব কাজ চালানর মত একান্ত আগ্রহ চাই।

আপনি কমলাকান্ত দাদাকে চিনলেন কি করে, তিনি যে ডেরাডুনে থাকেন। এ খবর কার কাছে পেলেন? ইনি মার পুরাতন ভক্ত, অনেক দিন মার সঙ্গ করছেন, মার ঢাকায় প্রথম আবেশ হত শা-বাগানে (নবাবদের) তখন মার কাছে আসেন। এটা প্রভুর দর্শনের পরের কথা। প্রভুর কাছ থেকেই ত্যাগ বৈরাগ্য লাভ করে সংসার থেকে বার হয়ে আসেন। বলেছেন "প্রভুই আমাকে ঘর থেকে বার করেছেন।" ইত্যাদি।

আজ এই থাক। ……বৌদিকে প্রীতি ভালবাসা জানাইবেন। ইনি আদর্শ গৃহিণী, ছেলে, মেয়ে, নাতি, নাতনীদের প্রভু বন্ধুর পথে চালনা করছেন, ভক্ত পরিবার গঠন করছেন। তাই খুব ভাল লাগল। ভক্তিমতী মহিলা। জয় জগদ্বন্ধু।

ইতি—ভগিনী শান্তি।

ভগিনী শান্তিকে এই বার্ত্তার মাধ্যমেই জানাচ্ছি—

প্রভু সুন্দর, কীটাধমকে সারা জীবনের ধর্ম্ম-কর্ম্ম সংগ্রামে প্রেরণা দিয়ে, যে ভাবে চালনা করেন, ভাবাবিষ্টের মত সে ভাবেই চলিতেছি। আজও চলিতেছি—আজকালকার চলা যেন, পাগলপারা হয়ে। ত্বরিৎবেগে অক্রোধ পরমানন্দ নিতাই চাঁদের ভাবে জগত জীবেন সবার পায়ের ধূলো সম্বল ক'রে—জগদ্বন্ধুর এ ক্ষুদ্র জগতের জন্য, যেন বেড়েই যাচ্ছে। বন্ধু-কৃপাহি কেবলম্। যেমন ক'রে, থেকে থেকে, জগদ্বন্ধু-বার্ত্তার জন্য নাম ঠিকানা যোগাড়

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

করি। কোনও মহতের মাধ্যমে কমলাকান্তের এ ঠিকানা পেয়েছি। আজিও ওঁকে দর্শনের সৌভাগ্য হয় নাই—যিনি একনিষ্ঠ ভাবে দীর্ঘ ৫০ বছর এক মহাসাধনায় মগ্ন আছেন। আবেশে কান্তকে দেখি। গ্রামের স্কুলের পড়া শেষে, ঢাকা জগন্নাথ কলেজে পড়ার সময় মহানদী বুড়িগঙ্গার তীরে, এক মহতী সভায় মা-আনন্দময়ীকে প্রথম ভাবাবিষ্টা অবস্থায় দর্শনের সৌভাগ্য আমার হয়েছিল। মাতৃ-পিতৃ ভক্ত সন্তান সমরকান্তি প্রভুর কৈশোরাদির একনিষ্ঠ লীলাসঙ্গী পূজ্যপাদ রমেশ চন্দ্র, সুরেশ চন্দ্রের আদর্শে উহার পিতৃদেব ও পূজ্যপাদ নরেন (বসু) কাকার জীবনভোর প্রভু-চারণ প্রচারণ যজ্ঞে—বজ্র সম পণ নিয়ে, বন্ধু-কৃপা-সম্বল ক'রে। শ্রীদত্তপুকুরে এবং শ্রীশ্রীরামবাগানে শ্রীবন্ধুর স্মৃতি সৌধাদি নির্ম্মাণের ব্যবস্থায়, দেশে দেশে মানুষ গড়া কাজে, সমর্পিত জীবন—সাধকগণের সমবায়ে এগিয়ে চল্‌তে উদ্বোধিত ও অনুপ্রাণিত। জগদ্বন্ধু-বার্ত্তার মাধ্যমে দেশের জগতের সবার হৃদয়ের দুয়ারে, বন্ধু-প্রেম-ফুলের ডালী নিয়ে।

আর জানাচ্ছি—শ্রীবন্ধু-কৃপা ধন্যা মা-জগত্তারিণী-নন্দন পূজ্য ক্ষিতীনদার রত্নাগর্ভাসহধর্ম্মিনীর সকল পুত্র কন্যাগণই, জামাতাগণ এবং সম্পর্কিত সকল আত্মীয় বান্ধবগণই বন্ধুর কাজে আগ্রহী। বেহালা বন্ধু-নিকেতনে জগদ্বন্ধুর বার্ষিক কীর্ত্তন মহোৎসবে যাঁহারাই যোগদান করেছেন, তাঁহারাই এ ভক্ত পরিবারের চমৎকারিতায় মুগ্ধ হইয়াছেন। এরাও বন্ধুর মহাউদ্ধারণব্রতে লেগে গেছেন।

ভগিনী শান্তিকে আরও জানাচ্ছি—আমার অচ্যুত বন্ধু নরেনের সমগ্র পরিবারের সঙ্গেই আমি জড়িত ছিলাম। শিব দুর্গা তুল্য পিতামাতার সন্তান নরেন্দ্র। বন্ধু দর্শন স্পর্শন কৃপাসিদ্ধ নরেন, জীবনের শেষ প্রান্তে বন্ধুনামে জপে ধ্যানেই মগ্ন। উহার মাতৃদেবীর শ্রাদ্ধ বাসরে অনুরোধ্য হ'য়ে, সাগ্রহে মহানামব্রত ভাইর শ্রীভাগবত পাঠ কীর্ত্তনে হাওড়া বলাই মিস্ত্রী লেনের বাসস্থান ধন্য হ'য়েছিল। নরেনের দুই ছেলে, দুই কন্যা। রতন কেষ্ট দুভাইই বিশেষ উপার্জনশীল—আমাদের দুই বন্ধুর প্রভুর কাজে দাতা ও শ্রদ্ধাশীল। কন্যা খুকু ও যমুনারও গুণের তুলনা নাই। আমাদের বন্ধুর কাজে এরাও অর্থদানে শ্রদ্ধাদানে ধন্যা। আমাদের ভাবী মহাউদ্ধারণ ব্রতে—আহ্বান জানাইলে, সকলেই সাগ্রহে এগিয়ে আসিবে, এ বিশ্বাস আমি পোষণ করি।

ইতি। জয় জগদ্বন্ধু। মাখনদা

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শ্রীমাখনলাল ধর—

মহাউদ্ধারণ-মাঙ্গল্যের, মহাদানের মূর্চ্ছনায়

A. R Biswas, B. A. S. B. T. Hill Top, Kalimpong (Darjeeling)

"Very many thanks for sending me the monthly Journal. Highly glad to inform you that I have got a letter from Sri Santi L. Bhattacharyee. All credit goes to you. Sending you names of suitable Bengalees living at Kalimpong".

শ্রদ্ধেয়া উষা রাণী সান্যাল পাণ্ডা (ধানবাদ)

"পূজনীয়, শ্রীবন্ধু মন্দির নির্ম্মাণের জন্য ১০০ টাকা পাঠায়েছি। শ্রদ্ধা বন্ধু প্রীতি জানিবেন।" ২০।২।৭৫

শ্রীধীরেন্দ্র নাথ ঘোষ, রামপুর হাট (বীরভূম)

"এক বছর ধরে তিল তিল ক'রে জমিয়ে সামান্য ৩০ টাকা প্রভু জগদ্বন্ধু সুন্দরের মন্দির নির্ম্মাণের জন্য পাঠায়েছি। আজ পুনরায় সামান্য ২৫ টাকা পাঠাইলাম। প্রভুর কাজে লাগিলে, নিজেকে ভাগ্যবান্ মনে করিব। ভবিষ্যতে তাঁর সেবায় আরও কিছু দিবার ইচ্ছা রইল।" ২৫।১০।৭৫

Manindra Nath Roy, Vasent Villa, New Delhi.

Please receive this amount (Rs. 10/-) for Mission organisation. I am going through your Journal. I am vary happy your are spending your valuable time to organise such noble missionary work. Looking forward for your future Journals to be enlightened with such high & super thoughts. With best wishes & regards. M. L. Dey, (New Dehli)

শ্রীপুলিন বিহারী বসু, মোরাঘাট চা বাগান শিলিগুড়ি (জলপাইগুড়ি)

প্রভুর সেবা কার্য্যের জন্য দশ টাকা পাঠালাম। পূজ্যপাদ গুরুদেব এখন আসাম (হোজাই) আছেন। ১৬।১০।৭৬ [পূর্ব্বে ১০ টাকা পাঠাইয়াছেন]

শ্রীসুকুমার চন্দ্র দাস, কালিয়াগড় (হুগলী)

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

"শ্রীশ্রীপ্রভু জগদ্বন্ধু সুন্দরের শ্রীমন্দির ও মহাউদ্ধারণ সদন নির্ম্মাণের জন্য দশ টাকা পাঠাইলাম।"

Makhan Lal Majumder, Dharmanagar (Tripura North)

"Sent herewith by sub. for Jagadbandhu Barta Rs. 5/- as donation for construction of Sri Bandhu Mandir."

শ্রীমুকুল রঞ্জন রায়, "বন্ধু-কুঞ্জ", মুর্শিদাবাদ।

"বিদ্যার্থীদের প্রতি প্রভু জগদ্বন্ধু সুন্দর" নিঃশেষ হইয়াছে। পুনঃ ছাপা হইলে, আপনাকে জানাইব। কুঞ্জদার স্নেহই শ্রীধাম সংস্পর্শে থাকার একমাত্র কারণ। কি বলিব, প্রভু কত দয়াময়, তাই এই কৃপা হইল।"

ডাঃ প্রসাদ ব্যানার্জী, জি, টি, রোড (সাউথ) হাওড়া।

মাননীয় মাখনবাবু, ১০ টাকা পাঠাইলাম। জমা করিবেন। নমস্কার ১৩।১১।৭৬।

শ্রীঅনন্তকুমার বসু, রায়কত পাড়া (জলপাইগুড়ি)।

"আমার মাতা সরযূ বালা বসুর আত্মার কল্যাণ কামনায় এই সামান্য অর্থ (২৫ টাকা) প্রভুর আশ্রমের জন্য পাঠালাম। অনুগ্রহ করিয়া গ্রহণ করিয়া বাধিত করিবেন। ১৩।১১।৭৬।

শ্রীভোলানাথ বসু, চাপাডালী, পশ্চিম যশোর রোড, বারাসাত (২৪ পরগণা)

অদ্য মন্দিরাদির জন্য এই সামান্য ৫ টাকা পাঠাইলাম। দয়া ক'রে গ্রহণ করিয়া বাধিত করিবেন। ১৩।১১।৭৬।

শ্রীসুশীল চন্দ্র বক্শী (এ. এস. এম.) কামরূপ (আসাম)।

বার্ত্তার বার্ষিক চাঁদা ৬ টাকা পাঠাইলাম। ডাহাপাড়া থেকে নাম পাওয়ার ভাগ্য হইয়াছে। ৭।১১।৭৬।

শ্রীবঙ্কিম চন্দ্র চট্টোপাধ্যায় (নদীয়া)।

জগদ্বন্ধু-বার্ত্তা পড়িয়া বড়ই আনন্দ পাই। আমার প্রাণের দেবতা মহানাম-দার প্রাণের দেবতা-মহেনদার প্রাণের দেবতা প্রাণবন্ধু সুন্দরের শ্রীমন্দির তৈরীতে হাত দিয়াছেন জানিয়া অত্যন্ত আনন্দিত। মন্দির উদ্বোধন সময়ে যেন সংবাদ পাই। শ্রীমন্দিরের জন্য সামান্য ১০ টাকা প্রণামী পাঠাইলাম। সেবায় লাগিয়ে কৃতার্থ করিবেন। দণ্ডবৎ প্রনাম। ৮।১১।৭৬।

ডাঃ রণজিৎ কুমার সরকার, ময়ূরেশ্বর (বীরভূম)।

"জয় জগদ্বন্ধু আন্তর্জাতিক মিশনের প্রস্তাবিত শ্রীবন্ধু মন্দির নির্ম্মাণ কল্পে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আমি ১০ টাকা (দশ টাকা) পাঠালাম। আমার এই ক্ষুদ্র দান গ্রহণ করিবেন এবং বাবার চরণে আমাদের প্রণাম জানাবেন।" ১৫।১১।৭৬।

শ্রীবরুন চন্দ্র পাল, পূর্ব্বসিঁথি, কলিকাতা-৩০।

শ্রদ্ধেয়, প্রথমে দশ টাকা পাঠাইলাম। প্রভুর কাজের মহাদানের আহ্বানে। প্রভুর কৃপা থাকলে, ভবিষ্যতে যথাসাধ্য মধ্যে মধ্যে পাঠাব। সশ্রদ্ধ নমস্কার জানবেন। ১৭।১১।৭৬।

শ্রীতমাল রায় চৌধুরী, বার্মাসেল, সোদপুর (২৪ পরগণা)।

শ্রদ্ধেয়, শ্রীশ্রীপ্রভুর আলেখ্য নির্ম্মাণের জন্য যৎকিঞ্চিত অর্থ (দশ টাকা) পাঠান হ'ল। প্রাপ্তি সংবাদ দিবেন। বিনীত। ১৭।১১।৭৬।

———

দত্তপুকুর জয়-জগদ্বন্ধু মিশনে শ্রীবন্ধু-মন্দির ও মহাউদ্ধারণ সদন নির্ম্মাণে

মহাদানের প্রাপ্তি-স্বীকার

এলাহাবাদ	অজিত কুমার দাস (টেগুর টাউন)	—	৪.০০
ঐ	রাজেন্দ্র কুমার শ্রীবাস্তব (কুলদাবাদ)	—	১০.০০
ঐ	দুর্গাপ্রসাদ জয়সাল (রাজমহল)	—	১০.০০
নিউ দিল্লি	মনীন্দ্র নাথ দে (বসন্ত ভিলা)	—	১০.০০
এম্ পি	দেবেন্দ্র সরকার (মানা ক্যাম্প)	—	১০.০০
রাঁচি	কল্যাণী রায়	—	৫.০০
(লোহারডাগা)	অমিয় চন্দ	—	২.০০
ঐ	কমল কুমারী জৈন	—	২.০০
ঐ	কৃষ্ণদাসী ভার্ম্মা	—	১.০০
ঐ	বীণা পাঠক	—	৫.০০
ঐ	সীতারাণী মিশ্র	—	২.০০
ঐ	ভারতী দে	—	১.০০
ঐ	হেনা দাস	—	২.০০
ঐ	বুলা মজুমদার	—	৩.০০
ঐ	স্বস্তী মুখার্জী	—	৩.০০
ঐ	যুই রাণী কর	—	৫.০০

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

(লোহারডাগা)	বাসন্তী রাণী দাস	—	২·০০
ঐ	শান্তিলতা দত্ত	—	২·০০
ঐ	মণিকা রায় চৌধুরী	—	২·০০
ঐ	ধরমশীলা গুপ্তা	—	২·০০
ঐ	রমা ঘোষ	—	২·০০
ঐ	পুষ্পরাণী কুণ্ডু	—	৪·০০
ঐ	শ্যামা দেবী সিংহ	—	১·০০
ঐ	প্রতিমা সেন	—	৪·০০
ত্রিপুরা	মাখন লাল মজুমদার	—	৫·০০
জলপাইগুড়ি	পুলিন বিহারী বসু (মোরাঘাট চা বাগান) (পূর্ব্বে মহাদান ১০ টাকা)	—	১০·০০
ঐ	অনন্ত কুমার বসু (রায়কত পাড়া) (মাতৃদেবী ৺সরযূ বালার আত্মার কল্যাণে)	—	২৫·০০
জামসেদপুর (বিহার)	ডাঃ অনিল মুখার্জী	—	১০·০০
হাওড়া	ডাঃ প্রসাদ ব্যানার্জী	—	১০·০০
হুগলী	সুকুমার চন্দ্র দাস (কালিয়াগড়)	—	১০·০০
ঐ	ধর্ম্মদাস নন্দী (চন্দননগর)	—	৫·০০
বীরভূম	ধীরেন্দ্র চন্দ্র ঘোষ (রামপুর হাট) (পূর্বে পাঠায়েছেন মহাদান ৩০ টাকা)	—	২৫·০০
ঐ	রণজিত কুমার সরকার (ময়ুরেশ্বর)	—	১০·০০
নদীয়া	বঙ্কিম চট্টোপাধ্যায় (বীরনগর)	—	১০·০০
নদীয়া (ঘূর্ণি)	ব্রহ্মচারী দীনবন্ধু	—	১·০০
২৪ পরগণা	গীতা সরকার (ব্যারাকপুর)	—	২·০০
ঐ	ভোলানাথ বসু (বারাসাত, চাপাডালী)	—	৫·০০
ঐ	তমাল রায় চৌধুরী (সোদপুর) (২য় বার প্রভুর আলেখ্যর জন্য)	—	১০·০০
কলিকাতা	মনীন্দ্র চন্দ্র ধর (কলিকাতা-১৪)	—	১০·০০
ঐ	সুকেশ চন্দ্র গুপ্ত (কলিকাতা-৩০)	—	১০·০০
ঐ	বরুন চন্দ্র পাল (কলিকাতা-৩০)	—	১০·০০

বিনীত নিবেদক—শ্রীসমরকান্তি ধর

———

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শ্রীমাখনলাল ধর (বন্ধুসুন্দরানন্দ)

॥ বার্ত্তা-ভাব-স্মৃতি ॥

ঘূর্ণী-শ্রীবন্ধু-অঙ্গন। ব্রহ্মচারী দীনবন্ধু ॥ ২৭-১১-৭৬

"বার্দ্ধক্যেও অনুপ্রাণিত; উদ্যোগী আপনি, প্রভুর নাম প্রচারে। সুস্থ দীর্ঘায়ু প্রার্থনা। স্নেহের সমরকান্তি ভাইটীও ব্রহ্মচর্য্য-বিদ্যাপীঠ গড়ার উদ্দেশ্যে, বন্ধু-মিশনের কাজে মাতোয়ারা দেখে মুগ্ধ। জয়! জয়!!"

কাশীধাম। ভগিনী শান্তি দেবী॥ ২৬-১১-৭৬

"প্রভুর শ্রীমূর্ত্তির আগমনে, প্রভু যে স্বয়ং এসে গেছেন, তাতেই প্রমাণ। শ্রীমন্দির শীঘ্র হয়ে যাবেও। প্রচার প্রভু নিজেই করছেন—আন্তরিকতায় ভরা ভক্তমাধ্যমে। সমরকান্তি-নন্দন বন্ধু মঙ্গল ও জগৎমঙ্গল (নবজাত ৪ মাসের) দু'ভাই বন্ধু-ভক্তি-ধনে ধনী হোক। ভক্তি-জ্ঞান-গরিমায় বলিষ্ঠ দীর্ঘ জীবনে শ্রীবন্ধুর জগত-জীবের ভজনে ধন্য ধন্য হোক—এই শুভেচ্ছা জানাই।"

কার্শিয়াং। তমাল নিয়োগী।

"ঢাকা বুণ্ডী গ্রামের জমিদার, বন্ধু-নিত্যলীলা সঙ্গী ব্রজেন নিয়োগীর

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কনিষ্ঠ পুত্র বিনয়কৃষ্ণ (বাদল) ৫৬ বয়সে ১১।৯।৭৬ তারিখে স্বজ্ঞানে 'বন্ধু' 'বন্ধু' বল্‌তে বল্‌তে বন্ধুধাম প্রাপ্ত হয়েছেন। লক্ষ নাম জপ, সপরিবারে পাঠ, কীর্ত্তনানন্দের সাধনা ছিল বিনয়কৃষ্ণের। তাঁহার পুণ্যস্মৃতিতে কার্শিয়াং-এ একটি বন্ধু-হরিসভা গ'ড়ে উঠুক—সকল ভাষাভাষী মানুষদের নিয়ে। হিন্দী ও ইংরাজী প্রচার-পত্রের আয়োজন হচ্ছে। কালিংপং-এ রবীন নিয়োগী আছেন। তমাল, উদ্বোদ্ধ হও। প্রভুর কাজে বলিষ্ঠ সুস্থ দীর্ঘজীবি হও। শুভেচ্ছা জানাই।"

জামসেদপুর। একনিষ্ঠ বন্ধু-ভক্ত ধীরেন দত্ত ॥ ২৬।১১।৭৬

'সাধু মোহান্ত ব্রহ্মচারী নিজ নিজ স্বার্থে তৎপর। একান্ত ভক্ত ও ত্রিকালজ্ঞ মহাপুরুষগণই আমার সারা জগতের মহাউদ্ধারণে সহায়ক হইবে—' শ্রীশ্রীপ্রভুর মর্ম্মবাণী। মহাউদ্ধারণচন্দ্রের মহানামে বিশ্বাস হোক্—ধর্ম্ম নিরপেক্ষ-ভাবে জগতের সকল ধর্ম্মগুরুগণের। —হে প্রভো! কারুণ্য কটাক্ষে নিজ 'মহানামে' মত্ত কর সবারে। দয়া! দয়া! দয়া!! হে! হে!!

"শিল্পনগরী টাটা জামসেদপুরে গ'ড়ে উঠুক (দশটী কেন্দ্র ক'রে) ব্রহ্মচর্য্য-যোগাসন-হরিনাম-মহানাম-শিক্ষণ শিবির। ডাহাপাড়া ধামাচার্য্য শ্রীশ্রীকুঞ্জ দাস মহারাজের চরণ-স্মরণে, উদ্বোধিত হও, মণ্ডলী গঠন ক'রে, একান্ত আকুতি জানাই, ধীরেন ভাই তোমাকে! বন্ধু সহায় হউন।"

কল্যাণী। "মাতৃ-স্মৃতি"—ভবন। হরিভূষণ মজুমদার ॥ ৫।১০।৭৬

"এবারও মহানাম-কীর্ত্তন মহোৎসব অনুষ্ঠিত হলো। ডাহাপাড়া ধামের জয়-বন্ধু-দাদার পুণ্য-স্মৃতি বিজড়িত এই ভবনকে কেন্দ্র ক'রে সাড়া কল্যাণীর বিশাল ক্ষেত্রে বিভিন্ন মণ্ডলী গড়ে—ব্রহ্মচর্য্য যোগাসন, হরিনাম শিক্ষণ কেন্দ্র গ'ড়ে উঠুক—জয় জগদ্বন্ধু মিশন উদ্বোধিত হয়ে—এই শুভেচ্ছা জানাচ্ছে।"

"চুঁচুড়া, (হুগলী) বন্ধু নিত্যলীলা সঙ্গী ডঃ প্রফুল্ল সরকার। বয়স ৮৫। চুঁচুড়ার বিশাল ক্ষেত্রে একটি বলিষ্ঠ কেন্দ্রিয় যুব শক্তি মণ্ডলী গঠন ক'রে—ভ্রাম্যমান ব্রহ্মচর্য্য-যোগাসন-হরিনাম শিক্ষণ শিবির গ'ড়ে তুলতে জয়-জগদ্বন্ধু মিশন তাঁহার চরণধুলি স্মরণ ক'রে—উদ্বোধিত হ'তে আকুতি জানাচ্ছে।"

উত্তরবঙ্গে হরিনামের প্লাবন ॥

যুগাচার্য্য ঠাকুর শ্রীশ্রীপ্রাণকৃষ্ণ পরম হংস দেব প্রতিষ্ঠিত আলিপুরদুয়ারে জন কল্যাণ সঙ্ঘাশ্রমে রাধামাধব মন্দির প্রাঙ্গণে এবং শিলিগুড়ি ভবতারিণী মায়ের মন্দির প্রাঙ্গণে সহস্র সহস্র ভক্ত ও অনুগামীর মহা-সমাগমে ব্রহ্মচর্য্য

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

নিয়ম শৃঙ্খলার তপঃনিষ্ঠ পরিবেশে হরিনামের প্লাবন বহিয়া যায়। শ্রীশ্রীঠাকুরের ৮৯ জন্ম বার্ষিকীও প্রতিপালিত হয়। ঠাকুর! ঠাকুর গো! এ যে মহা-প্রলয় যুগ। অনাচার অত্যাচারে—বসুন্ধরা কম্পিতা প্রায়। সৃষ্টিরক্ষা হবে কি? —কেবল হরিনামের উচ্চ নিনাদে, মহানামের বলিষ্ঠ উত্তোঙ্গ নিনাদের আঘাতে প্রত্যাঘাতেই মহাপ্রলয় দমন ও সৃষ্টি রক্ষা হ'তে পারে। যে মহানাম হরিনাম হ'তে সহস্র গুণ শক্তিশালী। করুণা-কটাক্ষ কর—হরিপুরুষ জগদ্বন্ধু মহাউদ্ধারণ! কৃপা! কৃপা! হে! হে!!

দত্তপুকুর জয়-জগদ্বন্ধু মিশন॥

মহাউদ্ধারণ সদন ও শ্রীবন্ধু মন্দির নির্মাণের উদ্যোগ পর্ব্ব চলিতেছে। মহাদান সংগ্রহ অভিযানও আরম্ভ হইয়াছে। নির্মাণ কমিটি, মনে করেন, প্রভু কৃপায়, প্রথমে সদনের একতালা হল নির্ম্মিত হইবে। নির্ম্মাণ শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সুষ্ঠু পরিবেশে শ্রীশ্রীমূর্তি প্রতিষ্ঠার উদ্বোধনের আয়োজন হইবে। যথাসময়ে জগদ্বন্ধু-বার্ত্তার মাধ্যমেই উদ্বোধন-বার্ত্তা পরিবেশনের ভাগ্য আমাদের হোক।

সুসমাচার॥ নানা ভাষায় গীতার প্রদর্শনী। আনন্দবাজার॥ ২৪।১২।৭৬

"গীতার সারাৎসার নিয়ে বই প্রকাশ করার কথা ভাবা হচ্ছে। বইটী স্কুল কলেজের ছাত্র ছাত্রীদের কাজে লাগ্‌বে। গ্রামে গ্রামে পদযাত্রা করে গীতার বাণী প্রচার করা হবে।" মহাউদ্ধারণের অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি করতে—এমনি করেই সকল জগতের ভাল মানুষদের হৃদয়ে সাড়া জাগ্‌বে। "দিন আগত ঐ—"।

॥ জয় জয় জয় হে! জয় জগদ্বন্ধুর জয় ॥

———

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

জগদ্বন্ধু বার্তা

JAGADBANDHU BARTA

Postal Reg. No. WB/NP-1

জগদ্বন্ধু বার্তা

(সচিত্র মাসিক পত্রিকা)

মহাপ্রচারণে ১০ম বর্ষ

১০ম ১১শ ১২শ পক্ষ

অক্টোবর-ডিসেম্বর, ১৯৭৬

কার্ত্তিক-অগ্রহায়ণ-পৌষ, ১৩৮৩

প্রতি মাস ৬০ পঃ, বার্ষিক ৬·০০

(মহাদানে : এককালীন/কিস্তিতে

১০, ২৫, ৩০, ৫০, ১০০ টাকা

ও তদূর্দ্ধে)

সম্পাদক :

শ্রীমাখনলাল ধর (বন্ধুসুন্দরানন্দ)

সহঃ সম্পাদক

শ্রীসমরকান্তি ধর

জয়-জগদ্বন্ধু আন্তর্জাতিক মিশন, নিবাধুই, পোঃ দত্তপুকুর, ২৪ পরগণা (পঃ বঙ্গ) হইতে শ্রীএম্, এল্, ধর কর্ত্তৃক প্রকাশিত ও তৎকর্ত্তৃক সাপ্তাহিক বারাসত বার্তার মুদ্রণ বিভাগ (১৯৫১) নবপল্লী, বারাসত ২৪ পরগণা হইতে মুদ্রিত।

EDITOR

BANDHU SUNDARANANDA

Rly Station : Duttapukur

(Bongaon Line) (E. Rly)

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi